মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

আমীরুল মোমেনীন

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ

আমীরুল মোমেনীন

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ
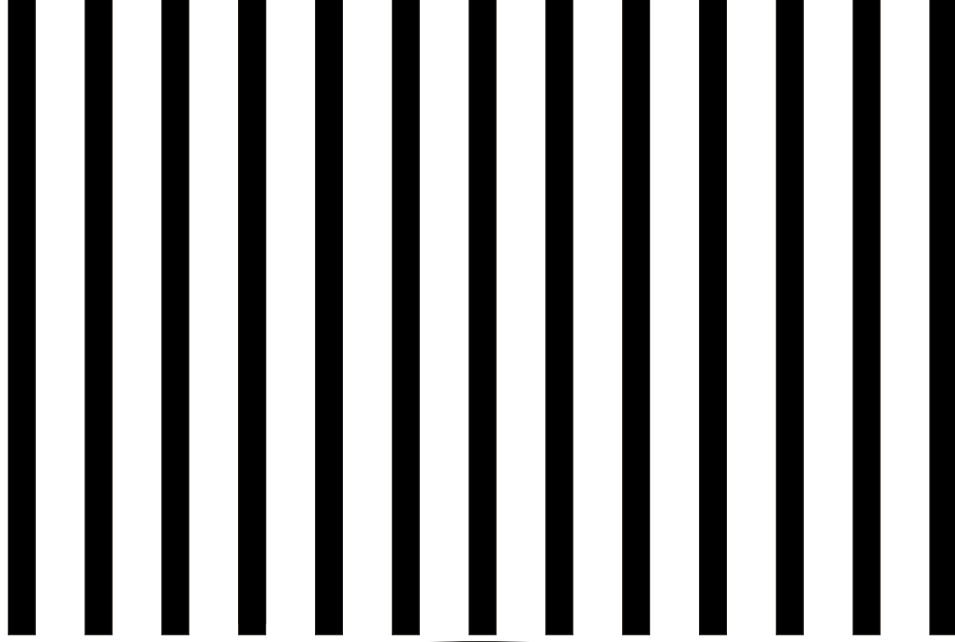
মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

:: প্রকাশনায় ::

আইডিয়া প্রকাশনী

Amirul Momenin Mullah Muhammad Omar Mujahid

Written by Muhammad Abdul Alim

ঃঃপ্রকাশনায় ঃঃ
আইডিয়া প্রকাশনী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আশিক ইকবাল
ময়ুরেশ্বর, বীরভূম,
মোবাইল ঃ +৯১ ৭৫০১৮৭৯৬৬৮
ই-মেইল ঃ www.iqubal@gmail.com

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ১ জুন ২০১৫
First Print: 1st June 2015)
Compose and PDF Creater Mohd. Abdul Alim (Auther of this Book)

মূল্য : ৪০/- (চল্লিশ টাকা মাত্র)

Amirul Momenin Mullah Muhammad Omar Mujahid, Written by Muhammad Abdul Alim. 1st Edition 1st June 2015 Published By Idea Publication, Mayureswar, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs : 40/- (Fourty Rupise Only)

উৎসর্গ

হযরত খালিদ বিন ওলিদ (রাঃ) এর স্মৃতির উদ্দেশ্য যিনি বলেছিলেন,
“তরবারি আমাদের (ইজ্জত) সম্মান ও বুযুর্গীর নিদর্শন ।”

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ

আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ একটি প্রসিদ্ধ দ্বীনী ও ইলমী পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পরিবার শত শত বছর ধরে দ্বীনী খিদমতের সুবাদে পরিচিত। তাঁর পুরো নাম মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ। তাঁর পিতার নাম মাওলানা গোলাম নবী আখন্দ বিন মোল্লা মোহাম্মাদ রসুল আখন্দ বিন মৌলবী মুহাম্মাদ আয়ায আখন্দ।

হোতেক নামক একটি গোত্রের একটি পরিচিত শাখার সঙ্গে সম্পর্ক যে গোত্রটি কান্দাহারে প্রায় একশত বৎসর ধরে আবাদ রয়েচছে। হযরত আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে কান্দরহারে 'নুরী' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

এই কান্দাহারে ন্যায়পরায়ন বাদশাহ আহমদ শাহ আবদালীর রাজধানী ছিল। সেখানে আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের পিতা মৌলবী গোলাম বক্স মাদ্রাসা মসজিদে শিক্ষাদান ও ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। এর পুর্বে তাঁর পরিবার আফগানিস্তানের জায়েল প্রদেশে জেলা "শিকে এবং বেরুতে" বসবাস করতেন। সেখানে এখনো একটি ঝর্ণা তার পরিবারের একজন বুযুর্গের নামে প্রসিদ্ধ।

আমীরুল মোমেনীন মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের পরিবারটি শত শত বছর ধরে ওলামাদের দ্বারা সমৃদ্ধ রয়েছে এবং তাঁর পরিবার দ্বীনী খিদমতের এক বিশেষ সুনাম রয়েছে। তাঁর প্রায় সকল পিতামহ আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ কান্দাহার জায়েল ও উরযেগানের বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও খতিব ছিলেন।

আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের যখন মাত্র তিন বছর বয়স ছিল তখন তাঁর পিতা মাওলানা গোলাম নবী আখন্দ মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে এন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর বাবা মা'র একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন। তাঁর এক ছোট ভাই ও তিন বড় বোন শৈশবেই এন্তেকাল করেন। সেজন্য আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ পিতার এন্তেকালের পর এতিম হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শুধু এতিমই ছিলেন না বরং একমাত্র পুত্র এবং ভাই বোন থেকে বঞ্চিত একক সন্তান ছিলেন। তখন কেউ ভাবতেও পারেনি যে, এই মিসকীন ও এতিম শিশু আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ,

বীরত্ব প্রদর্শন, বিনয় ও নম্রতা, ধৈর্য্য ও তাওয়াক্কুলের বদৌলতে একদিন আমীরুল মোমেনীনে পরিণত হবেন ।

তাঁর পিতার এন্তেকালের পর তাঁর বড় চাচা মাওলানা মুহাম্মাদ আনোয়ার তাঁর মা'কে বিবাহ করেন । তারপর তাঁর থেকে তিন ছেলে ও চার মেয়ে হয় । তাঁর প্রত্যেকেই জীবিত আছেন । এবং তিন ছেলেই জেহাদের ময়দানে আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের সাথে মিলিত হয়ে লড়াই করেছেন । তাঁর চারজন চাচাই জীবিত । আমীরুল মোমেনীন তাঁর বড় চাচা অর্থাৎ সৎপিতার স্নেহের ছায়ায় লালিত পালিত হন । এখনো পর্যন্ত এই চাচার উপরেই পরিবারের সব দায়িত্ব বর্তমান রয়েছে । আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদের অন্যান্য চাচাদের নাম হল যথাক্রমে হাজী মোল্লা মুহাম্মাদ হানফীয়া আখন্দ, হাজী মোল্লা মুহাম্মাদ জুমআ আখন্দ, হাজী মোল্লা মুহাম্মাদ ওয়ালী আখন্দ । হাজী মোল্লা মুহাম্মাদ ওয়ালী আখন্দ পীর সাহেব নামে পরিচিত । আমীরুল মোমেনীনের সকল চাচা দরবেশ এবং আল্লাহর ওলী ছিলেন ।

শিক্ষা জীবন ঃ

হযরত আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও স্নেহভাজন চাচা (সৎপিতা) মৌলবী মুহাম্মাদ আনোয়ারের কাছে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন । তাঁর চাচা মৌলবী মুহাম্মাদ আনোয়ার উরুযগান প্রদেশের বেরুতে জেলার একটি মসজিদে ইমাম ও খতীব ছিলেন । সেখানে ছাত্রদের একটি বিরাট জামাআত (দল) জ্ঞান অর্জনে নিয়োজিত থাকত ।

হযরত আমীরুল মোমেনীন তাঁর চাচার কাছ থেকে ছাড়াও কুরআন হাদীস এবং ফিকহের জ্ঞান আরো কয়েকজন উস্তাদের কাছ থেকে অর্জন করেন । সেইসব উস্তাদের নাম এখনো জানা যায়নি । আমীরুল মোমেনীন একটি ধর্মীয় পরিবেশে নিজের কৈশোর অতিবাহিত করেন । তিনি কিছুদিন তাঁর আর এক চাচা মৌলবী মুহাম্মাদ জুমআর কাছেও শিক্ষালাভ করেন ।

জিহাদে অংশগ্রহণ ঃ

আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ ১৮ বছর বয়সে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন । আমীরুল মোমেনীন যখন দ্বীনী তালিমের সময় হানাফী মাযহাবের সবচেয়ে বড় কিতাব হেদায়া পড়ছিলনে তখন হঠাৎ ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তানে কমিউনিষ্টদের উত্থান হওয়া মাত্রই আফগান মুজাহিদরা সারিবদ্ধভাবে জিহাদে শরীক হন । তখন আমীরুল মোমেনীনও স্বাধীনতার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন ।

জিহাদ চলাকালীন শত্রুদের হামলায় তিনি আহত হন । একবার তাঁর পায়ে রকেটের ডান্ডা লেগে যখমী হন । আরেকবার মেশিনগানের ফায়ারিংয়ের আওতায় এসে গিয়েছিলেন ফলে তিনি মারাত্মকভাবে যখমী হন এবং তাঁর পুরো শরীর মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তবে আল্লাহর কৃপায় এবং যথোচিত চিকিৎসার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন ।

আমীরুল মোমেনীন রাশিয়ান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে আরেকবার মারাত্মক আহত হন । তখন তাঁর ডান চক্ষু শহীদ হয়ে যায় । আমীরুল মোমেনীনের একজন সঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আহত আহত মোল্লা ওমরকে কোয়েটা হাসপাতালে ভর্তী করা হয় । সেখানে ডাক্তাররা অপারেশান করার পর আমীরুল মোমেনীনকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তায়াম্মুম করে নামাজ পড়েন । এবং যখমগুলোকে পানির হাত থেকে যেন বাঁচিয়ে রাখেন । কিন্তু আমীরুল মোমেনীন ডাক্তারের নির্দেশ উপেক্ষা করে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজ ওজু করেই পড়েছিলেন । তিনি বলতেন সামান্য যখমের কারনে ওজু করা ছেড়ে দেব ? এটা অসম্ভব ।

আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের বিপ্লব

আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ান সৈন্যদের বিতাড়ন করার পর আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ কান্দাহারের একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন । একদিন তাঁর মাদ্রাসায় একজন বৃদ্ধ লোক এসে কেঁদে কেঁদে বললেন, “আমি মাদ্রাসার একজন ওস্তাদের সাথে দেখা করতে চাই ।” একজন ছাত্র ঐ বৃদ্ধের কান্নাকাটি শুনে বললেন, “আপনি বসুন । আমি হুযুরকে খবর দিচ্ছি ।” ছাত্রটি আমীরুল মোমেনীন

মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরকে খবর দিল । আমীরুল মোমেনীন সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে বৃদ্ধ লোকটিকে ভিতরে নিয়ে গেলেন । বৃদ্ধ তখনও কাঁদছেন । আমীরুল মোমেনীন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘আপনি কাঁদছেন কেন ? ’’

বৃদ্ধ লোকটি আমীরুল মোমেনীনের চেহরার দিকে তাকিয়ে মুখখানা মলিন করে চলে যাবার চেষ্টা করলেন এবং বললেন, কিছু না আমি যাই । মোল্লা ওমর বৃদ্ধ লোকটির কান্নার মাঝেও বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করে আবার বললেন, আপনি বসুন এবং আমাকে বলুন, আপনি কাঁদছেন কেন ? বৃদ্ধটি বললেন, ‘‘আপনি কি মুজাহিদ ?’’ আমীরুল মোমেনীন বললেন, এখন নই, তবে আগে ছিলাম ।’’ বৃদ্ধ বললেন, ‘‘আমি আপনার চেহরা দেখেই বুঝতে পেরেছি যে, আপনি মুজাহিদ ছিলেন । তাই আপনার কাছে কিছুই বলতে চাই না । মাদ্রাসায় কোন বৃদ্ধ মৌলবী সাহেব থাকলে ডাকুন । আমি উনার কাছে বলবো । আমীরুল মোমেনীন তখন একজন বয়স্ক উস্তাদকে ডেকে পাঠালেন । বৃদ্ধ লোকটি একটু ইতস্তত করে তাঁর কাছে বললেন, ‘‘একদল মুজাহিদ আমার চোখের সামনে আমার যুবতী মেয়েকে ধর্ষন করেছে ।’’ বলেই বৃদ্ধটি দুই হাতে মুখ ঢেকে আবার কেঁদে ফেললেন । এই কথা শুনে বয়স্ক উস্তাদ লোকটিকে সান্তনা দিয়ে বললেন, ‘‘ইনশাল্লাহ ! এই জমীনে আর এমন ঘটনা ঘটবে না ।’’ বৃদ্ধ লোকটি চলে যাবার পর সেই বয়স্ক উস্তাদ আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদকে সব কথা শুনালেন ।

আমীরুল মোমেনীন আর দেরী না করে ঐ রাতেই কান্দাহারের মেওনদ অঞ্চলের ছংসেহার বস্তিতে বসে তিনি তার সাথীদের ডাকলেন । সেই সাথীরা একসময় ঐক্যবদ্ধভাবে মোল্লা ওমরের সাথে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন । মোল্লা ওমর মুজাহিদের ডাকে ছুটে এলেন - মোল্লা হাসান, মোল্লা আব্দুল জলিল, মোল্লা আখতার, মোল্লা উসমানী প্রমুখ বিজ্ঞ আলিমে দ্বীন । সেইসব মর্দে মুজাহিদদের সাথে শুরু হল আফগানিস্তানের চলমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা । দেশের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম নির্যাতন বন্ধ করার জন্য কি করা যায়, তা নিয়ে প্রত্যেকের দায়িত্বশীলতার কথা হলো ।

মোল্লা ওমর এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন । বললেন, ‘‘আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, দেশের প্রতিটি রাস্তায় যেখানে হিংস্রতার শক্তি বিরাজমান, সেখানে মাত্র পনের জন

লোক কি করতে পারি ? এই প্রশ্নের জবাব হবে দেশের বর্তমান সংঘাত সমূহকে প্রতিরোধের জন্য জিহাদের সূচনা করা । জিহাদ শুরু হয়ে গেলে হিংস্র শক্তিগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সত্য মিথ্যার উপর বিজয়ী হবে । রাশিয়ার বিরুদ্ধে যেভাবে অস্ত্রশস্ত্রহীন শূন্য হাতে যুদ্ধ করেও আল্লাহর সাহায্যে আমরা জয়ী হয়েছি । আজো সেই আল্লাহ তাআলা আছেন এবং আমরা তাঁর সাহায্য পাবো ইনশাল্লাহ ।

আজ আমাদের দুর্বলতা হচ্ছে তাওয়াক্কুল ও আমলের মাঝে । সেদি যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমরা কাফিরদের সাথে জিহাদ করেছিলাম, বিজয়ী হবার পরপরই আমরা তখন ক্ষমতালোভের নেতৃত্ব ও সন্ত্রাসের কর্তৃত্ব পালন করেছি । পশ্চিমা ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রভাবে আমাদের স্বাধীন দেশ ও নেতৃত্ব আজ মুনাফিকীর গহ্বরে পতিত হয়েছে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে নবী ! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং উহাদের প্রতি কঠোর হও । উহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম । উহা কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল ।'

সুতরাং আমাদের আবার অস্ত্র ধরতে হবে । তবে আজ আমাদের জিহাদ হবে শরীয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য । সমাজে ফিৎনা ফাসাদ, মুসলমানদের জান, মাল, ইজ্জত - আব্রু রক্ষার মাধ্যমে নামাজ কায়েম করার জিহাদ । আমরা যদি শুদ্ধ নিয়তে সুন্নতের উপর দৃঢ় থেকে জিহাদের সূচনা করতে পারি, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য আসবে । প্রশ্ন আসতে পারে যে, দেশে আজ দু'বছর যাবৎ গৃহযুদ্ধ চলছে । আমরা যদি এই মুহুর্তে জিহাদে শরীক হই তাহলে হয়তো কেবল আরেকটি নতুন মাত্রা যোগ হবে । আসলে তা নয় ! আমরা কিন্তু গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছিনা । বরং সন্ত্রাস আর ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতিহত করতে যাচ্ছি । আমরা জুলুম অত্যাচার বন্ধ করতে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা নিজেরা জুলুম-অত্যাচার করে জুলুম বন্ধ করতে যাচ্ছি না । আমাদের মধ্যেও যদি কেউ জুলুম অত্যাচার ও ক্ষমতার অপব্যাবহার করে, তবে তার বিরুদ্ধেও আমাদের অস্ত্র কথা বলবে ।

আমরা সমাজে শরীয়াত প্রতিষ্ঠা করে শাসক আর শোষিতদের এক সারিতে দাঁর করাবো । আমরা শাসক হবো না বরং স্বেচ্ছাসেবক হয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াবো । আমাদের মাঝে কোন দল কিংবা দলভিত্তিক নেতৃত্ব থাকবে না । কারণ, দলগুলোর মাধ্যমে ব্যাক্তি স্বার্থ আর দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্ফুটিত থাকে । ফলে শরীয়াত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গৌন হয়ে যায় । দলের সাথে থাকে বিদেশী প্রভাব ও তোষামদী নীতি

এই তো আমাদের দেশের শত শত দল এখন শত শত মতবাদ প্রতিষ্ঠা আর ক্ষমতা লোভের আশায় নিজের সম্মান হারিয়ে ফেলেছে । সেদিন বায়তুল্লাহ শরীফে বসে যে সন্ধি করা হয়েছিল, ক্ষমতালোভে তা ভঙ্গ করার ফলে নেতাদের উপর এমনকি সমস্ত দেশের উপর থেকে আল্লাহর রহমত সরে গেছে । নেতাদের ইদানিং শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করেছে । ঐসব দলগুলোর ছায়াতলে এখন অস্ত্রবাজির অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নেই ।

মোদ্দাকথা হলো, 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ' যদি ইসলামের বিধান হয়ে থাকে, তাহলে আমরা, দল, নাম ইত্যাদি কিছুরই তোয়াক্কা করিনা । আমরা তালিবান অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে হাঁটা শুরু করলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অবশ্যই পথের দিশা দিবেন । এতে আমাদের জিহাদের সূচনাও হয়ে যাবে । যেহেতু আমরা শিক্ষার্থী । আমাদের জন্মও হয়েছে শিক্ষার্থী হিসাবে । অতএব জ্ঞান সন্ধানী হয়ে সত্যের উপর বাঁচবো এবং জ্ঞানের সন্ধান করতে করতে শাহাদাতের পথ ধরে আল্লাহর দরবারে হাজির হবো । মহান আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে অবশ্যই সকল আয়োজন করে দেবেন ইনশাল্লাহ ।"

এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েই সেদিন আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ অর্থাৎ ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসে তালিবান আন্দোলনের সূচনা করেন । ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর প্রতিচ্ছবি আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ (হাফিযাহুল্লাহ) আফগানিস্তানের মাটিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ।

আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ দীর্ঘ চৌদ্দ বছর রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন । কিন্তু আফগানিস্তানের মাটিকে রুশমুক্ত করার পর আর তাঁকে কোন সভাসমিতিতে কিংবা বিজয়ী সমাবেশে দেখা যায়নি । তিনি গ্রামের বাড়িতে এসে সাধারন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন এবং স্থানীয় মসজিদের ইমামতিকে নিজের জীবিকা নির্বাহের কাজ হিসেবে ধরে নেন । ১৯৯৪ সালের পর থেকে বিশ্বের সর্বস্তরের গুপ্তচর বাহিনী মোল্লা ওমরকে দেখার এবং তাঁর একটি ছবি তোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে । তিনি সুন্নতের পরিপূর্ণতা রক্ষা করতে গিয়ে বরাবরই প্রচারবিমূখ ।

আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের খিলাফত আন্দোলনের ডাকে প্রথম দিনই কান্দাহারের মাটি আনন্দে মেতে উঠল । মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে সমস্ত গ্রাম এলাকার চেহরা বদলে গেলো । দেশের মানুষ দলে দলে আমীরুল মোমেনীনের সংগঠন তালিবানে যোগ দিতে লাগলেন । যেখানেই তালিবান শাসন প্রতিষ্ঠা হল সেখানেই শান্তি শৃঙ্খলা যেন আকাশ থেকে ঝরতে লাগল । তালিবানের আগমনেই দেশের মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে লাগল । ব্যাভিচার, ধর্ষন তো দুরের কথা পাড়ায় গ্রামে, শহরে, বন্দরে মানুষেরা দরজা খুলে ঘুমোতে আরম্ভ করল । মাত্র এক সপ্তাহ আগে যেখানে লোকেরা সন্ধায় ভয়ে দরজা লাগিয়ে গৃহবন্দি থাকতো ইজ্জতে ভয়ে, সেখানে সারারাত ঘুরে বেড়ালেও কোন আতঙ্ক নেই । এমন এক সময় ছিল যখন রাশিয়ান সৈন্যদের ভয়ে আফগানিস্তানের মাটি ভয়ে কাঁপত, পরের বছর দলীয় সন্ত্রাসের ভয়ে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে থাকত, আজ সেই খানেই সাধারন মানুষেরা তালিবান প্রহরীদের সাথে করমর্দন করে । বৃদ্ধ মহিলা পানি নিতে গেলে তালিবান প্রহরীরা তাদের বাসায় পানির কলস পৌঁছে দেয় । রাতের অন্ধকারে কেউ উপবাস আছে কি না, সে খবর নিতে এলাকায় এলাকায় তালিবান গভর্নর ঘুরে বেড়াতেন ।

মাত্র দুইবছর পর অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তালিবানরা কাবুল দখল করে আফগানিস্তানে পূর্ণ ইসলামী শরীয়াত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় । তৎকালীন জিহাদে অংশগ্রহনকারী নেতা মাওলানা জালাল উদ্দিন হাক্কানী তালিবানদের সকল অস্ত্রশস্ত্র সদস্যদের পাঠিয়ে দিলেন তালিবানদের সাহায্য করার জন্য । আরো অনেকেই শরীক হলেন । শরীক হলেন না বুরহানুদ্দীন রাব্বনী, গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, সিগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী, ইউনুস খালিস ও মাওলানা মুহাম্মাদ নবী গুল'র নেতৃত্বাধীন দলগুলো । তারা বরং তালিবানদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হলেন । এই গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার আর বুরহানুদ্দিন রাব্বানী প্রভৃতিদের পুরুষানুক্রমিক ব্যাক্তিস্বার্থ আর ইসলামকে নিয়ে পুতুল খেলার নেতৃত্বের ফলেই মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ধ্বংস করেছিল । তখনকার চক্রান্তকারীরা যেভাবে শরীয়াতি নিয়ম নীতিকে উৎখাত করার জন্য ইহুদী নাসারা ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল আজো তাই করছে ।

তালিবানদের হাতে বন্দি ইউহান রেডলীর ইসলাম গ্রহন

লন্ডন থেকে প্রকাশিত সানডে টাইম্‌স পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক ইউহান রেডলী গোয়েন্দাগিরি করার জন্য আফগানিস্তান যান । তালিবানরা তাঁকে গ্রেফতার

করেন । ইউহান রেডলী দীর্ঘ ১৩ দিন তালিবানদের হাতে বন্দি কাঠান । ইউহান রেডলীকে গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে তোলপাড় হয় । ৩ অক্টোবর তালিবানরা পাকিস্তান মধ্যস্থকারীদের হাতে ইউহান রেডলীকে হস্তান্তর করেন । পরবর্তীকালে ইউহান রেডলী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "সমস্ত মুসলিম বিশ্ব তালিবানদের সমর্থন না করে মারাত্মক ভুল করেছেন । তালিবানদের মতো শাসন-ব্যাবস্থা যদি পৃথিবীর আর দু'চারটি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে পৃথিবীতে অন্যায় নামক জিনিসটি পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে । কারণ তালিবানদের কারাগারে যদি এরকম নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তারা হাওয়ারীদের ভুমিকা পালন করেছেন ।" ইউহান রেডলী আরও বলেন, "তালিবানদের কারাগারে আমরা যে কজন অ-মুসলিম ছিলাম, সবাই মুসলমান হয়ে গেছি । আমি এখন গর্বিত মুসলিম নারী ।" ইউহান রেডলী ইসলাম গ্রহন করার কারণে সানডে টাইম্স পত্রিকা থেকে তাঁর চাকুরি চলে যায় । ফলে তিনি 'তালিবান কারাগারে ১৩ দিন' নামক একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন । যে গ্রন্থটি বিশ্ব জুড়ে বহুল প্রচারের সম্মান অর্জন করে ।

তালিবান শাসনকালে শরয়ী আদালতের বিচারের নমূনা

এক ছেলে তার মাকে কষ্ট দিলো । মা নিরুপায় হয়ে ছোট আদালতে বিচার চাইলেন । বিচারক ছেলেকে ডেকে ঘটনা তদন্তক্রমে তাকে শাস্তি প্রদান করা হলো । ছেলেটির শাস্তি হচ্ছে, প্রায় দেড় কেজি ওজনের নয়টি পাথর তার পেটের তলায় বেঁধে দেওয়া হলো এবং দুজন প্রহরী সর্বক্ষণ লাগিয়ে দেওয়া হলো । প্রহরী নয় মাস তার সঙ্গে থাকবে ।

জাপানী দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকের সাথে আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের সাক্ষাৎকার

জাপানী দৈনিক ঃ আপনি ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নিলেন না ? অথচ তার উপর আমেরিকানদের উপর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ রয়েছে ।

আমীরুল মোমেনীন ঃ ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে একজন মেহমান । তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নই আসে না । তা ছাড়াও তিনি কোন প্রকার

সন্ত্রাসী কর্মকান্ড না করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ । যখন ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রোপাগান্ডা তুঙ্গে উঠেছে তখন ইসলামী ইমারতের উচ্চ আদালত তাদের কাছে প্রমাণ চেয়েছে এবং ঘোষণা দিয়েছে যে, যদি কারো কাছে ওসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মেনে নেওয়ার মতো কোন প্রমান থাকে, তাহলে তারা তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উথাপন করুক । কিন্তু কেউ কোন প্রমান পেশ করতে পারেনি । তাই উচ্চ আদালত তাকে নিরপরাধ ঘোষণা করেছে । আদালতের এ সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের অবস্থান আরো দৃঢ় হয়েছে । আমরা ওসামাকে অন্য কোন রাষ্ট্রের হাতে সোপর্দ করব না ।

জাপানী দৈনিক ঃ আপনার কি দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ওসামা বিন লাদেন কোন সন্ত্রাসের সাথে জড়িত নয় ?

আমীরুল মোমেনীন ঃ আমাদের নিজেদের অনুসন্ধান ও খোঁজ খবরের উপর পূর্ণ আস্থা আছে ।

জাপানী দৈনিক ঃ আপনার দেশে কি ওসামার বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা আছে ?

আমীরুল মোমেনীন ঃ ওসামা বিন লাদেন সাধারন জীবন যাপন করছেন । তিনি দেশের সকল আইন কানুন মেনে চলেন ।

জাপানী দৈনিক ঃ ওসামার আফগানিস্তানে কতদিন থাকার অনুমতি আছে ?

আমীরুল মোমেনীন ঃ ওসামার মেহমানদারী আমাদের জন্য সাময়িক নয় ।

জাপানী দৈনিক ঃ আমেরিকা ওসামার গ্রেফতারির জন্য একটি মোটা অঙ্কের টাকা পুরস্কার ঘোষনা করেছে । আপনি তাকে কতদিন পর্যন্ত হেফাযত করবেন ? তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ?

আমীরুল মোমেনীন ঃ ওসামার হেফাযতকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা । তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই ।

জাপানী দৈনিক ঃ তালিবানদের উপর পশ্চিমা প্রচাম মাধ্যমগুলো মানুষকে অধিকার বঞ্চিত করার অভিযোগ করে । আপনি মানুষের অধিকার রক্ষার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি ?

আমীরুল মোমেনীন ঃ বিশ্ববাসী জানে যে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ বড় দেশগুলো ছোট দেশের উপর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে । এটি তালিবানের উপর একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই নয় ।

জাপানী দৈনিক ঃ তালিবানরা মাজার-ই-শরীফে হাজারো হাজরা গোষ্ঠীকে নির্মমভাবে কেন হত্যা করেছে ?

আমীরুল মোমেনীন ঃ আমরা জাতিসঙ্ঘ ও সকল সাহায্য সংস্থাগুলোকে নিরপত্তা দিয়েছি । আমরা আশা করি এরপর সবগুলো সংস্থা আফগান জনগনের সাহায্যে পুনরায় কাজ শুরু করবে ।

জাপানী দৈনিক ঃ যখন পুরো আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বিধান হয়ে যাবে যেমন আপনাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে, তাহলে সাধারন লোকদের ও কি হুকুমতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হবে ? নাকি তালিবানরা নিজ নিজ পদে বহাল থাকবে ?

আমীরুল মোমেনীন ঃ আফগানিস্তানের হুকুমত, ইসলামী হুকুমত হবে । সমস্ত লোকের সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা থাকবে । এমনকি যে সকল বিরোধী লোকদেরকেও দেশের খিদমত করার অনুমতি প্রদান করা হবে, যারা বিরোধীতা ছেড়ে দিবে এবং বড় ধরনের কোন অপরাধে জড়িত না থাকবে । সমস্ত লোককেই দেশের পূণর্গঠনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে ।

জাপানী দৈনিক ঃ মহিলাদেরকেও ?

আমীরুল মোমেনীন ঃ অবশ্যই । তবে ইসলামী নীতিমালার আওতাও ।

জাপানী দৈনিক ঃ জাতিসঙ্ঘ অভিযোগ করেছে যে, তালিবানরা তাদের খাদ্যগুদাম লুট করেছে, এটা কি ঠিক ?

আমীরুল মোমেনীন ঃ না । বামিয়ানে আমরা কিছু খাদ্য পেয়েছিলাম সেটা আমরা দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করে দিয়েছি ।

জাপানী দৈনিক ঃ সৌদী আরব সে সেসব দেশের অন্যতম যারা আপনার সরকারকে মেনে নিয়েছে । তারা নিজেদের রাষ্ট্রদুত কাবুল থেকে ফেরত নিয়ে গেছে ওসামা বিন লাদেন ইস্যুতে মতবিরোধ হওয়ার কারণে । এছাড়াও সৌদী সরকারের আর কোন টানাপোড়েন আছে কি ?

আমীরুল মোমেনীন ঃ উভয় দেশের দূতাবাসই নিয়ম মাফিক কাজ করে যাচ্ছে । ইতিমধ্যেই সৌদী আরবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষনা করেছেন যে, রিয়াদ এবং আল খবরের বোমা বিস্ফোরণের সাথে ওসামা বিন লাদেন জড়িত নন । এরপর টানাপোড়েনের আর কি থাকতে পারে ?

জাপানী দৈনিক ঃ আপনাদের এখানকার শরীয়াত সৌদী থেকেও কঠিন কেন ?

আমীরুল মোমেনীন ঃ শরীয়াতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে উভয় দেশে কোন বিরোধ ও পার্থক্য নেই ।

জাপানী দৈনিক ঃ সারা বিশ্ব তালিবানদের বিরোধী কেন ?

আমীরুল মোমেনীন ঃ বিশেষ কিছু দেশের অন্যায় আচরণে একথার প্রমান পাওয়া যায় যে, তালিবানদের বদনাম করার জন্য খ্রীষ্টান ছাড়া ইহুদীদেরও হাত রয়েছে ।

উলামাগনের পক্ষ থেকে আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের প্রতি চিঠি

(হামুদ ইবনে উকলা আশ-শুয়াইবী, আলী ইবনে খুদাইর আল খুদাইর ও সুলাইমান ইবনে নাসীর আল উলওয়ানের পক্ষ থেকে আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের প্রতি চিঠি)

আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ ! আসসলামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু । মহান আল্লাহ আপনার হেফাযত ও তত্ত্বাবধান করুন এবং সত্যের উপর আপনাকে আরও দৃঢ়পদ করে দিন । আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, আমাদের চিঠি যখন আপনার হাতে পৌছবে তখন আপনি পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন ।

আমীরুল মোমেনীন ! মুসলিম উম্মাহ আলেম সমাজের জন্য আপনি গৌরবের প্রতীক কেননা আপনি এ উম্মতকে "তোমরাই বিজয়ী হবে" এ কথার উপর আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন । বস্তুগত বিজয় বা শ্রেষ্ঠত্ব ইসলামে মূখ্য নয়, এখানে প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শরীয়াতের উপর সুদৃঢ় থেকে যে কোন অবস্থার মোকাবেলা করা । যেমন আল্লাহ বলেছেন, "আর তোমরা নিরাশ হয়োনা এবং দুঃখ করোনা । যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমারাই বিজয়ী হবে ।" (সুরা আল ইমরান, ১৩৯)

এ আয়াত হযরত রসুলে কারীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে তখন নাযিল করা হয়, যখন উহুদের ময়দানে তাদের এক সাময়িক পরাজয়ের মুখোমুখী হতে হয়েছিল । এখানে উদ্দেশ্যে হচ্ছে চুড়ান্ত বিজয় । আর ইসলামের উপর দৃঢ়পদ থাকাই মুসলমানের বিজয় ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ইসলামই সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, অপর কোন ধর্মই এর মোকাবেলায় এসে সফল হতে পারবে না ।'

ইমাম বুখারী প্রসঙ্গত এর উল্লেখ করেছেন, ইমাম তাহাবী বর্ণনা করেছেন বিশুদ্ধ সনদে । মুসলমানেরা সাময়িক বেকায়দায় পড়লেও বিজয় ইসলাম এবং মুসলমানেরই

হবে । মহান আল্লাহ বলেন, “পরাক্রম ও মর্যাদা তো আল্লাহর, তাঁর রসুলের এবং ইমানদারদের ।” (সুরা মুনাফিকুন ঃ ৮)

অতএব, পরাক্রম ও মার্যাদা শুধুমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রসুলেরই, আর সেসব ইমানদারদের যারা আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে নিরাপোস । এসব মুমিনগণ আল্লাহর ওপর অকৃত্রিম বিশ্বাস ও দৃঢ় আস্থার ফলে মর্যাদাবান থাকবেন, আর আল্লাহর পরাক্রমে তারাও পরাক্রন্ত হবেন । কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য ।

হে আমীরুল মোমেনীন ! বিশ্ব মুসলিমদের একটি অংশ আপনার কাজের সত্যতা ও গ্রহনযোগ্যতার বিষয়ে অজ্ঞ । কিন্তু এতে করে আপনার মর্যাদায় বিন্দু মাত্রও কমতি আসবে না । আপনি এই উম্মাহর অনেক বড় একজন ব্যক্তিত্ব । অচিরেই আমরা বর্তমান সময়ের ইতিহাস রচনায় হাত দেবো, অনাগত প্রজন্মকে আমরা বলে যাব যে, আপনি ছিলেন বর্তমান ইসলামী জগতের ইমাম । যদি ইমাম হবার আগেই আপনাকে শহীদ করে দেওয়া হতো, তবুও (ইমাম হবার পূর্বে একজন মুজাহিদ হিসাবে) আপনার অবদান স্বর্ণক্ষরেই লিপিবদ্ধ থাকতো, আর আল্লাহর দরবারে আমরা সাক্ষী দিব যে, আপনি এই উম্মতের একজন অন্যতম সত্যবাদী ও নির্ভেজাল বান্দা । আর এ সব কিছুই আপনার কৃত কাজের উপর ভিত্তি করে আপনার ব্যপারে আমাদের ধারণা ।

আর সবশেষে কে প্রকৃত মুমিন তার অনুমোদন দেবার মালিক শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই । আপনি ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও পদ্ধতির উপর দৃঢ়চিত্তে শক্তপদে প্রতিষ্ঠিত থেকে এক অনন্য নযীর স্থাপন করেছেন এমন এক সময়ে যখন অনেক মুসলিমই ক্রুসেডারদের সামনে ঝুঁকে পড়েছিল । সুতরাং, আপনি যেরুপ প্রকৃতির মুসলমান সেরুপ প্রকৃতির মুসলমান এই উম্মতে এখনো বিদ্যমান থাকার জন্য এই মুসলিম উম্মাহকে অভিনন্দন ।

হে আমীরুল মোমেনীন ! আপনার কাজকর্মে ন্যায়বিচার, সাম্য, অন্য সবকিছুর উপরে দ্বীন ইসলামের প্রাধান্য, মহানুভবতা, বিজয় ইসলাম ও মুসলমানদের নিরাপত্তা প্রদান, আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক করা এবং আল্লাহর শত্রুদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণার সম্পর্ক করা পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে । এ সবকিছুই আপনি আপনার কাজের মাধ্যমে এই মুসলমানজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন, যখন

আপনি আল্লাহর রহমতে আফগানিস্তানে আপনার যাত্রা আরম্ভ করলেন এবং ইমানী ফসলের চাষাবাদ করলেন এবং সোভিয়েত নাস্তিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের সুমিষ্ট ফসল ঘরে তুললেন । আর যখন ধর্মনিরপেক্ষ - বস্তুবাদী সেকুলারিস্ট, নাস্তিক্যবাদী কমিউনিষ্ট ও বিধর্মীদের হাতে আফগানিস্তান ধ্বংস হয়ে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছিল, আর যখন জিহাদের ফসল থেকে সুফল লাভের আশা আমরা প্রায় হারিয়েই ফেলেছিলাম, তখন আপনি আল্লাহর সাহায্যে নতুন আফগানিস্তামের সূচনার দ্বারা এই উম্মতের আশার সঞ্চার করলেন । আজ এই উম্মতের সকল মুসলমানের দৃষ্টি এই ভূখন্ডের দিকে, তারা সকলেই এই জমীনের কর্তৃত্ব ও বিজয়কামনা করে এবং এই জমীনের আদর্শের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য জায়গাতে দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন বুনে । অতঃপর আপনি সমগ্র আফগানিস্তানের লাগাম গাতে নিলেন এবং এতে আল্লাহর শরীয়াত প্রতিষ্ঠা করলেন । আলহামদুলিল্লাহ ! যেদিন আপনি একটি বিধ্বস্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিকৃত দেশের ধ্বংসবশেষের উপর আল্লাহর সাহায্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন একটি সম্পূর্ণ সতেজ ইসলামী রাষ্ট্র, সেদিন আল্লাহ আপনার মাধ্যমে জিহাদকে করেছেন বিজয়ী ও শক্তিশালী । সুতরাং ন্যায়বিচার ও বিশুদ্ধ ধর্ম ইসলাম সেই জমিনের নেতৃত্বে পরিণত হয় । অতঃপর আপনি কবরপুজা সহ সকল প্রকারের শিরক ও বেদাত এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন । সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং মানুষের হক আদায় করেন । আর আপনার ন্যায়বিচার ছিল এতটাই ধারালো যে, কেউ যদি বলতো যে, আপনার নেতৃত্বাধীন জমীনে কোন এক স্থানে একই সাথে নেকড়ে ও ভেড়া চরানো হয়, তবে সেটাও বাড়িয়ে বলা হতো না ।

অতঃপর আপনি সমগ্র বিশ্বকে উপেক্ষা করে মুর্তী ভেঙ্গে ফেলার (যেমনঃ বামিয়ান বুদ্ধা) মাধ্যমে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আনীত দ্বীনের অনুসরণ করলেন । সুতরাং আমরা বললাম, “আল্লাহ এই উম্মতে তাঁর এক রহমতপ্রাপ্ত বান্দাকে প্রেরণ করেছেন যেন এই বান্দা সেই ইবরাহীম (আঃ) এর মিল্লাতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন যিনি ছিলেন মূর্তী ধ্বংসকারী ও মুর্তীপুজা প্রত্যাখ্যানকারী !” আপনার কাজগুলোর দ্বারা আমরা অত্যান্ত আনন্দিত ছিলাম যখন আপনি তাওহীদের প্রকৃত মর্মকে পূনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন, যে তাওহীদের বাস্তবতা প্রায় কয়েক শতাব্দী যাবত এই উম্মত থেকে অনুপস্থিত হয়ে পড়েছিল, কারণ বিভিন্ন ধরনের, আকারের ও আকৃতির মূর্তী ও প্রতিমা দিয়ে মুসলমানদের দেশগুলো ভরে আ আছে । কিন্তু আপনি এমন একটি দেশে অবস্থান করা পছন্দ করেননি, যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করা হবে । আপনার এই তাওহীদি আবেগ আমাদের সকলকে অপার আনন্দ দিয়েছে । আপনি আপনার

এই তাওহীদি আবেগ আমাদের সকলকে অপার আনন্দ দিয়েছে । আপনি আপনার দেশে খোদাদ্রোহীদের লাঞ্ছিত করেছেন, ঠিক যেমন ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফির মুশরিক জিম্মিরা লাঞ্ছনার সাথে মুসলমানদের কর দিয়ে বসবাস করতো । সুতরাং আমরা বললাম, "এ হলো আফগানিস্তানের উমার যিনি তাঁর যুগে ইসলামের বিজয়ের পতাকা উড়িয়েছেন, তাঁর জমীনে কাফেরদের উপর লাঞ্ছনা - অপমান ও পরাজয় আরোপ করেছেন ।"

দুনিয়াব্যাপী আল্লাহপ্রেমিক বান্দারা ইসলামের মর্যাদাপূর্ণ স্বপ্নভুমি আফগানিস্তানের পানে ছুটে যেতে শুরু করলে তাঁর স্থানীয় শাসকদের বাধার সম্মুখীন হন, তখন আপনার প্রতিকৃতিতে মর্দে মুমিনের সকল চিহ্ন ঝলসে উঠতে দেখা যায় । পূর্ব পশ্চিমের সকল ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক, কমিউনিষ্ট জাতি-পুজারী, মুরতাদ ও মুনাফিক এক হয়ে একে অপরের সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করছিল, আপনার উচ্চ মর্যাদা ও প্রতাপের মোকাবেলা করবে বলে । তখন তাদের সম্মিলিত সামরিক শক্তি, সৈন্যবাহিনী, আর ভয়ানক সকল মারণাস্ত্র আপনাকে বিন্দুমাত্র ভীত বা চিন্তিত করতে পারেনি । আপনার সৈনিকেরা এক মুহুর্তের জন্যও কম্পিত বা বিচলিত হয়নি । আপনি শেষ পর্যন্ত নিজ সিদ্ধান্ত ও ভুমিকার উপর অটলই রইলেন । এতে পৃথিবীর তাবৎ কাফির লাঞ্ছিত হলো । এ সময় অনেক নামধারী মুসলমানের ইমানের গায়ে ফাটল ধরতে শুরু করে, আপনাকে তখন দেখা গেছে মজবুত এক পর্বতের মতো নিজ আদর্শে শক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকতে । এজন্য বিশ্ব মুসলিম গর্ব করে । দুনিয়ার সমস্ত অবিশ্বাসী কাফের নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে আপনার উপর হামলা পড়লো, আর আফগানিস্তানে তান্ডবলীলা চালালো ।

ইতিহাস সাক্ষী, ইমানদারদের ছোট একটি দলের উপর কাফিরদের এত বড় সমষ্টি এমন শক্তি নিয়ে আর কখনোই হামলা করেনি । আপনি নিজের দেশ, জান, মাল, সামর্থ্য ইত্যাদির সবকিছুর কুরবান দিয়েছেন । এ ছিল আপনার ইমান ও সততার বৈশিষ্ট্য । সম্মিলিত শত্রু-শক্তির সকল আয়োজনের তুলনায় আপনার ইমান ও তাওয়াক্কুলের শক্তি বহুগুন বেশী ।

আমীরুল মোমেনীন ! যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি । এখানে আমরা আপনাকে মহান আল্লাহর রহমতে এক উন্মুক্ত ও সুস্পষ্ট বিজয়ের অগ্রিম মুবারকবাদ দিচ্ছি । যার পূর্বলক্ষন প্রকাশ পেতে যাচ্ছে । পাশাপাশির ওই মহাসাফল্যের সুসংবাদও দিতে চাই,

যা আপনার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে । কেননা, অবিশ্বাসীদের শত অপপ্রচার সত্ত্বেও আল্লাহ আপনার মর্যাদাকে সুউচ্চ প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন । আপনার ভুমিকা ও চিন্তাধারার সপক্ষে বিশ্ব জনমত সাহানুভুতিশীল রয়েছে । আপনার প্রতিপক্ষ যারা ন্যায়নীতি, সুবিচার, মানবাধিকার, সাম্য ও স্বাধীনতার পতাকাবাহী হওয়ার দাবীদার, তারা প্রতিটি ঘটনায়, প্রতিটি অবসরে জ মিথ্যাবাদী ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীরুপে লাঞ্ছিত হচ্ছে । যুদ্ধ তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছে । ইয়াহুদী খ্রীষ্ট শক্তির মানসিক ব্যাধি, বুকভরা বিদ্বেষও মানুষ দেখেছে । মানুষ খুব ভালো করে বুঝতে পারছে যে, নিস্পাপ নাগরিকদের হত্যাকারী কারা ? কারা মানবাধিকারের সুরক্ষাকে চিন্তিত করে আর কারা মানুষের অধিকার ধ্বংস করে তাও মানুষ দেখতে পাচ্ছে । তাছাড়া, একথাও দুনিয়ে জুড়ে মানুষ বুঝে ফেলেছে যে, স্বাধীনতার অর্থ কী আর আইনের শাসন কাকে বলে । একথাও আজ মানুষ বুঝতে পারছে যে, তাদের কথিত নানা ধর্ম, বর্ণ, ও সংস্কৃতির ঐক্য কোন মূলনীতির আলোকে রচনা করা সম্ভব ।

কাফেরদের দল আপনার অঞ্চলে আমেরিকার প্রভাব বিস্তারই কামনা করে । ওরা চায় ক্রুসেডীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা । আপনার প্রতি আমাদের হৃদয় নিংড়ানো সুভেচ্ছা, কারণ, আপনি গোটা পৃথিবীকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছেন এবং ক্রুসেডারদের প্রকৃত চেহরা দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে গেছে; যা এতদিন অনেকের কাছেই স্পষ্ট ছিল না । আপনার ইমানী শক্তি, দৃঢ় চিত্ততা ও আল্লাহ - নির্ভরতার ফলে ক্রুসেডারদের প্রতারক চরিত্রের স্বরুপ উন্মোচিত হয়ে গেছে ।

হে আমীরুল মোমেনীন ! আপনার দৃঢ়তার গুণে কাফিররা যেমন তাদের শক্তি প্রদর্শন ও প্রতাপ প্রমাণের ক্ষেত্রে ব্যার্থ ও লাঞ্ছিত হয়েছে, তেমনি আপনার শক্তিশালী ইমানের আভায় বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামনে ইসলামী আদর্শ ও উত্তরাধীকার নতুনরুপে এসে ধরা দিয়েছে, যা একসময় অতীত কাহিনীর রুপ পরিগ্রহ করেছিল । আপনার ভুমিকার ফলে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরুপে প্রমানিত হয়ে গেছে যে, মুসলমানদের শক্তি ও প্রতিপত্তির উৎস কোনটি । আপনার আপোসহীন মনোবৃত্তি ও অনড় অবস্থানের ফলে ইসলাম, জিহাদ, জয়-পরাজয়, আত্মবিসর্জন ও আল্লাহর রাহে সম্পদ ব্যয় সহ সকল পবিত্র বিষয়ের যথার্থ অর্থ, মর্ম ও দৃষ্টান্ত কার্যত বিশ্ব মানবের সামনে এসে গেছে ।

ইসলামের পক্ষ ত্যাগ করার শর্তে আপনাকে বিশাল ভুখন্ডের অবিসংবাদিত শাসক নেতা হয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সুখ শান্তি ভোগ করার প্রলোভন দেখানো হয়েছে ।

মুনাফিকরা আপনাকে ইসলামী নীতি - আদর্শ ও জিহাদী ভুমিকা ত্যাগ করার জন্য কখনও লোভ লালসা দেখিয়েছে, কখনও বা দেখিয়েছে অশুভ পরিণতির হুমকি। কিন্তু আপনি ইসলামী নীতি আদর্শে শৈথিল্য প্রদর্শনে এক মুহুর্তের জন্যও রাজি হননি। এ কথা প্রমানিত সত্য যে, যদি আপনি জিহাদী চেতনা ছেড়ে মুসলমানদের মান মর্যাদা নিয়ে কাফেরদের সাথে ব্যাবসায় নেমে পড়তেন, তাহলে আজ আপনি বিশ্বের সেরা ধনবান আর ভীষন শক্তিধর এক শাসকরুপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন। কিন্তু যে হৃদয় ইমানের আলোকে প্রজ্জ্বল সে কখনো ঐশ্বী জ্যাতির বিনিময়ে আঁধার ক্রয় করতে পারে না। পারে না পরলোককে বিকিয়ে দিতে নশ্বর কোন কিছুর বিনিময়ে।

আরব জাতি তো দেড় হাজার আগেকার একজন বীর ইহুদী সামওয়াল ইবনে আদিয়াকেও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তার উচ্চতার মানবিক গুনাবলীর জন্য। যে আশ্রিত ব্যাক্তি ও আমানতের হেফাজতের জন্য বড় বড় সব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া সত্বেও নিজ অঙ্গিকার রক্ষা করেছিল। নিজের অবস্থান থেকে এক পাও হাটেনি। অখন্ড শামের শাসক হারিশ ইবনে জাবালাহ গানসানী যখন ওই গচ্ছিত সম্পদ কেড়ে নিতে চেয়েছিল যা সামওয়ালের কাছে রক্ষিত ছিল, তখন সে সামওয়ালের চোখের সামনে তার পুত্রকে হত্যা করে। (আল কায়েসের মানুষদের অভিভাবক) ব্যতীত অন্য কারও হাতে অর্পন করতে অস্বীকৃতি জানায়। সুতরাং তার ত্যাগস্বীকার ও আমানতদারীতা নিয়ে গর্ব করি যা সামওয়ালের চাইতে হাজার গুন বেশী তবে সেটাই যথার্থ হবে। বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উচিৎ আপনার সাহস ও দৃঢ়তাকে উপমা হিসাবে পেশ করা এবং ভাষা, বক্তৃতা, সাহিত্য, সাংবাদিকতায় প্রবচনরুপে ব্যবহার করা।

প্রখ্যাত আরব কবি আ'শা তার কবিতায় সামওয়ালের যে প্রশংসা করেছেন তার সবটুকু আপনার চারিত্রিক গুনাবলীর সামান্য ঝলক মাত্র। এখানে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় আমরা সেই ঐতিহাসিক কবিতার কিছু পংক্তি উল্লেখ করতে আগ্রহী, যা আরবী সাহিত্যের অনন্য উত্তরাধীকাররুপে কালজয়ী হয়ে রয়েছে। কবি বলেন ঃ

তোমরা সামওয়ালের মতো ন্যায় হও
যখন রাতের আঁধারের ন্যায় দীর্ঘ বাহিনী সমেত
তাকে প্রস্তাব দিচ্ছিল হাম্মাম
সে (সামওয়াল) ছিল আশ্রিতের সেবা
আমানতদারীতা ও বীরত্বে সে হার মানিয়েছে

ইবনে আম্মারের প্রতিবেশীকেও
যখন আপন প্রসাদে দু'টি ধ্বংসাত্মক চক্রান্তের দ্বারা সে আক্রান্ত হলো,
সে বললো, "যা খুশী করে নাও,"
"কিন্তু প্রতিবেশীর খিয়ানত !"
"তা আমাকে দিয়ে হবে না ।"
ফলে সে (হাম্মাম) বললো, "প্রতারণা করো কিংবা পুত্র হারাও,"
"এগুলোই তোমার জন্য বাকি আছে ।"
"সুতরাং যা খুশী চয়ন করো,"
"তোমাকে কোন জবরদস্তি করা হবে না ।"
ফলে সে ইতস্তত করলো,
অতপর বললো,
"জবাই করো যা জবাই করতে চাও,"
"তবে আমি আমার প্রতিবেশীকে রক্ষা করবো !"

অর্থাৎ হাম্মাম সামওয়ালকে তার আশ্রিত প্রতিবেশীর সাথে প্রতারণা করার জন্য আহ্বান করেছিল, আর অন্যথায় তার পুত্রকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল । সামওয়াল তখন এর জবাবে বলেছিল, আমার সন্তান সন্ততিসহ আমি নিজে আমার আশ্রিতদের জন্য জীবন উৎসর্গ করবো, তথাপি মনুষত্ব্যের অবমাননা করব না । হীনতা, ভীতি বা কাপুরুষতা আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না ।

হে আমীরুল মোমেনীন ! ইসলামী নীতি আদর্শের উপর আপনি যেভাবে দৃঢ়তার সাথে আমল করেছেন, তা দেখে আরব আলেমগণ যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছেন । আমরা সর্বক্ষণ আপনার জন্য দোয়া করছি । আল্লাহ আপনাকে আমৃত্যু দৃঢ়পদ রাখুন । আমাদের আন্তরিক শুভ কামনা আপনার সাথে আছে এবং থাকবে ।

আপনার ভুমিকা ও অবস্থানের উপর আরব উলামা - মাশায়েখের পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন আছে । আমাদের হৃদয়ও এ বিষয়ে পূর্ণ উন্মুক্ত ও নিশ্চিন্ত । বিশ্বের অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদ, দা'ঈ, ইসলামপন্থী ছাত্র-যুব-জনতা আপনার সমর্থক । আমরা আপনার নিকট আবেদন জানাই, আপনি কোন গুজব বা অপপ্রচারের প্রতি মোটেও কান দেবেন না । যারা বলে, একজন মানুষের জন্য আপনি গোটা আফগানিস্তানের

বিরাট ক্ষতি করেছেন, একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার উৎখাত হয়ে গেল আপনার অনমনীয়তার ফলে, এইসব ইমানবিরোধী চিন্তার ফসল । পবিত্র কুরাআন ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ সমর্থিত ছিল ।

আপনার পরিবার, আপনার সৈন্যদল ও দেশবাসীর উপর যে বিপদ আপদ আবর্তিত হয়েছে এ সবই আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে । এ দুঃখ কষ্ট আল্লাহর নির্দেশেই আপনারা সহ্য করেছেন । বিপদে ধৈয্য ধারণ, আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল, সর্বাবস্থায় দ্বীনের আহকামের উপর আমল করা, ইমানদারদের সাথে বন্ধুত্ব করা, মুজাহিদদের সাহায্য করা, কাফের মুশরিকদের বন্ধু না বানানো, দ্বীনের বিজয়ের জন্য সর্বাত্মক জিহাদ করা - এসব আল্লাহ পাকেরই হুকুম, আর এই সকল কাজ নিষ্ঠার সাথে করলে দুনিয়াতে মর্যাদা, শাসনক্ষমতা ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে । আর আখেরাতের যে সাফল্য এ পথে রয়েছে তা কল্পনাতীত । আসহাবুল উখদুদের যে গুণ - বৈশিষ্ট আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন তা তো এমনই ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

“নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য এমন সব বেহেশত রয়েছে যার তলদেশে প্রবাহিত শ্রোতস্বীনি । আর এ হচ্ছে অনেক বড় সাফল্য ।” (সূরা বুরুজ ঃ ১১)

এমন কি কাজ ছিল যার জন্য আসহাবুল উখদুদকে এত উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হবে । এদের বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তারা পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ভরসা করে দ্বীনি নীতি আদর্শের উপর আমৃত্যু দৃঢ়পদ ছিল । কুরআন শরীফে এরা ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ের জন্য বড় মর্যাদার জন্য বিবৃত হয়নি । অথচ এই গোটা সম্প্রদায়টিই কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়ে শাহাদাত বরণ করেছিল ।

হে আমীরুল মোমেনীন ! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনার বিশিষ্ট সহকর্মী যথাঃ মোল্লা মোহাম্মাদ হাসান, মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী, মৌলবী আব্দুল হান্নান, মোল্লা বারাদির, মোল্লা দাদুল্লাহ, মোল্লা রইস আব্দুল্লাহ সহ সকল মুজাহিদ নেতা ও তালিবান যোদ্ধার প্রতি বিনীত নিবেদন পেশ করছি, যথা সর্বদা যথাসম্ভব প্রতিরোধ, সংগ্রাম ও জিহাদী কার্যক্রম যেন তারা অব্যাহত রাখেন । শরীয়তের প্রশ্নে কোনদিন যেন আপোস না করেন । গোটা তাওহীদি বিশ্বজনতার চোখে আপনারাই প্রশান্তির শীতলতা । আল্লাহর সকল সৈন্য আপনাদের উপর সন্তুষ্ট । দুরে থাকা সত্বেও আমরা

আপনাদের কাছে আছি, যতদুর সম্ভব সাহায্য সহযোগিতা আমরা করে যাব। পৃথিবীর মুসলমানদের আমরা জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করেই যাব। উদ্দীপিত করবো মুসলিম সন্তানদের নতুন দিনের স্বপ্নের জন্য। সম্ভব হলে ওরা সবাই আপনার নেতৃত্বে লড়াই করবে। পরিশেষে বিজয় আমাদেরই হবে। যদি আপনারা জিহাদের দ্বারা দ্বীনের সম্মানকে উর্ধ্বে তুলে রাখেন তাহলে সহসাই আবার ইসলামী শরীয়াতের শাসন কায়েম হবে। দুঃখের দিন শেষ হয়ে অন্যত্র আনন্দের সময়ও দেখা দিতে পারে। যে আল্লাহ জিহাদের হুকুম দিয়ে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন তার ইচ্ছাতেই জিহাদ ভিত্তিক এক শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্রের উন্মেষ ঘটবে ইনশাল্লাহ।

পরিশেষে বিশ্ব মুসলমানদের প্রতি তাদের শুভার্থীরূপে একান্তভাবে অনুরোধ করছি, আপনারা দুনিয়ার সকল কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে আফগান ইসলামী যোদ্ধাদের সর্বাত্মক সাহায্য - সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন। বিশেষ করে আফগান জনগনের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনারা সকল দুঃখ কষ্ট বরণ করে হলেও ইসলামী নেতৃত্বের সাথে থাকুন। আমীরুল মোমেনীনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের উচ্চ মর্যাদার জন্য লড়াই চালিয়ে যান। ওসব মুজাহিদদের প্রতিও আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যারা আমীরুল মোমেনীনের সাথে দৃঢ়পদে সত্যের জন্য সংগ্রামরত আছেন, আপনারা ইসলামী নীতি - আদর্শ থেকে এক চুলও নড়বেন না। সর্বাবস্থায় জিহাদ অব্যাহত রাখুন, অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওয়াদা সময়রত আসবে।

এখানে পাক কুরআনের কতিপয় আয়াত উল্লেখ করছি, যেসব জায়গায় আল্লাহ সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُالَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তাদের শাসনক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেওয়া হবে। যেমন পূর্বকার লোকদের দেওয়া হয়েছে। যে দ্বীন তোমাদের জন্য মনোনীত করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত করা হবে এবং আল্লাহ তাদের ভীতিকে নিরাপত্তা দিয়ে বদলে দেবেন। এরা

এমন মানুষ যারা আমার ইবাদত করে, আমার সাথে আর কোন শক্তিকে শরীক করে না। এরপরও যেসব লোক অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসিক।” (সুরা নুর ঃ ৫৫)

আয়াতের এ মর্ম থেকে বোঝা গেল যে, যারা ইমান আনবে, নেক আমল করবে এবং সর্ববিধ শিরক থেকে মুক্ত থাকবে তাদের জন্যই সাহায্য ও বিজয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

“হযরত মুসা (আঃ) তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং দৃঢ়পদ থাকো। এ পৃথিবী আল্লাহর, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের চান, তাদেরকে এর অধিকার দেন। তবে চরম সাফল্য তাদের জন্যই যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে।” (সূরা আরাফ ঃ ১২৮)

আয়াতের মর্মে আল্লাহপাকের সাহায্য পাওয়ার শর্তস্বরুপ বলা হয়েছে, কেবল তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া, ইমানের উপর দৃঢ়পদ থাকা, আর তাঁর নির্দেশের ওপর অটল থেকে তাঁকে ভয় করে চলা।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ

“হযরত মুসা (আঃ) বলেন, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী থাকো, তবে কেবল তাঁর উপরই ভরসা করো যদি তোমরা অনুগত হয়ে থাকো।” (সুরা ইউনুস ঃ ৮৪)

তৃতীয় আয়াতের মর্মেও সাহায্যের শর্ত করা হয়েছে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা ও আস্থাকে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

“নাযিলকৃত কিতাবসমূহে নানা উপদেশের পর আমি একথাও লিখেছি যে, পৃথিবীর অধীকারি হবে আমার সৎ কর্মশীল বান্দারা।” (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৫)

চতুর্থ আয়াতের মর্মে বোঝা যায়, প্রকাশ্য ও গোপন সকল ক্ষেত্রে সংশোধন হয়ে যাওয়া নেক বান্দারাই পাবে পৃথিবীর মালিকানার অধিকার ।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

‘‘নিশ্চয় যারা বলে যে, আল্লাহ আমাদের রব । অতপর এ স্বীকৃতির ওপর অটল রয়েছে, তাদের প্রতি এ বার্তা নিয়ে ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হবেন যে, আপনারা ভয় পাবেন না, চিন্তিতও হবেন না, সুসংবাদ গ্রহণ করুন সেই জান্নাতের যার ওয়াদা আপনাদের সাথে করা হয়েছে । ইহলোকে আমরা আপনাদের বন্ধু ছিলাম, পরলোকেও থাকবো । জান্নাতে পরম দয়ালু অসীম ক্ষমতাশীল আল্লাহর মেহেমানদারীতে তাই রয়েছে যা আপনাদের মন চায়, অথবা আপনারা যা কামনা করবেন তাই সেখানে পাবেন ।’’ (সুরা ফুসসিলাত ঃ ৩০-৩১)

হযরত নবী করীম (সাঃ) এর হাদীসে সাহায্য ও বিজয়ের শর্তরুপে বিভিন্ন কথা বর্ণিত হয়েছে ।

ইমাম তিরমিযী ও আহমদ (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, ‘‘আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে একটি বাহনে সহকারী ছিলাম । তিনি তখন বললেন, হে তরুন অথবা হে তরুন সম্প্রদায় ! আমি কি তোমাদের এমন কিছু কথা বলে দেব না যা তোমাদের খুব উপকারে আসবে ? আমি উত্তর দিলাম, অবশ্যই । সুতরাং তিনি (সাঃ) বললেন, আল্লাহকে স্মরণ রাখো, আল্লাহ তোমাকে স্মরণ রাখবেন । আল্লাহকে স্মরণ রাখো তবে আল্লাহকে সামনেই উপস্থিত পাবে । তোমার সুখ ও স্বস্তির সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখো, তবে তোমার কঠিন সময়ে তুমি তাকে উপস্থিত পাবে । আর যখন তোমরা কিছু চাইবে বা কোন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই চাও । আগামীতে যা কিছু হবে এর সবই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং কলমের কালি শুকিয়ে গেছে । যদি গোটা বিশ্ব এক হয়েও তোমার কোন উপকার করতে চায় আর সে উপকারটুকু যদি আল্লাহ তোমার ভাগ্যে না লিখে থাকেন তবে তারা সেই উপকার করতে পারবে না । আর যদি গোটা বিশ্বের সকলে এক হয়েও তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় আর সেই

ক্ষতিটুকু যদি আল্লাহ তোমার ভাগ্যে না লিখে থাকেন তবে তারা সেই ক্ষতি করতে পারবে না । আর একটি কথা জেনে রাখো, যে বিষয়ে ধৈর্য্যধারণ করা মানুষের জন্য খুবই পীড়াদায়ক, সেই ধরণের ধৈর্য্যে মানুষের জন্য অসাধারণ কল্যান থাকে । আর কঠিন সময়ের পেছনেই রয়েছে সুখের সময় এবং প্রতিটি কষ্টের পরেই থাকে আনন্দ ।"

জেনে রাখা উচিৎ যে, দুঃখ কষ্ট ও ধৈর্য্য যদি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হয় তাহলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্য করবেন । দুনিয়াতে তো বটেই, আখেরাতেও তার বিশেষ রহমত মুসলমানদের আবৃত করে রাখবে । কাফেরদের আল্লাহপাক লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন । এ তো আল্লাহর ওয়াদা যার কোন ব্যাতিক্রম নেই ।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

"আমি অবশ্যই আমার রসুলগণ ও ইমানদারদের সাহায্য করবো এবং ওই দিবসেও যেদিন মানবজাতি থাকবে সাক্ষীর ভুমিকায় ।" (সুরা গাফির ঃ ৫১)

আল্লাহ আরও বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

"কাফেররা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে রুখার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে । এরা যত খরচই করুক সবই হবে তাদের লাঞ্ছনা ও অনুসোচনার কারণ । শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হবে । আর কাফেরদের দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে ।" (সূরা আনফাল ঃ ৩৬)

বদরের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

"সম্প্রতি তোমার সামনে যুদ্ধরত দুটো সৈন্যবাহিনীর একটি দৃষ্টান্ত কায়েম হলো । একটি বাহিনী আল্লাহর পথে লড়াই করে, অপরটি অবিশ্বাসী - কাফের সৈন্য দল । যারা নিজেদের খোলা চোখে মুসলিম বাহিনীকে দ্বিগুন রুপে দেখতো । আর

আল্লাহ যাকে চান নিজ সাহায্যের দ্বারা শক্তিপ্রদান করে থাকেন। চিন্তাশীলদের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষনীয় বিষয়।" (সুরা আল ইমরান ঃ ১৩)

এক হাদীসে আছে, এই দ্বীন এমন প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে পড়বে যেখানে দিবারাত্রির আবর্তন ঘটে। আল্লাহ তা'আলা কিছু মানুষকে সম্মানীত করে, আর কিছু মানুষকে লাঞ্ছিত করে এই দ্বীনকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবেন। ইসলামপন্থীদের আল্লাহ তা'আলা সম্মানীত করবেন, আর কুফরকে করবেন লাঞ্ছিত।

সহীহ সনদে ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত তামীম দারী (রাঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর এই হাদীসে সাহায্য ও দ্বীনের বিজয়ের সুসংবাদ অত্যান্ত স্পষ্ট। অতএব মুসলিম জাতির অন্তরে সাহস ও আশা ধরে রাখাই ইমানের দাবী। হকপন্থীদের বিজয় নিশ্চিত। পরিশেষে আল্লাহপাকের প্রশংসা ঘোষণা করছি, আর অত্যাচারীদের জন্য করছি ঘৃণা ও চিরশত্রুতার বহিঃপ্রকাশ।

আর কবি তার কবিতায় বলেছেন,

আর যে কেউই সম্মান ও মহানুভবতা অর্জন করতে চায়
তবে তার অবশ্যই ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে
মৃত্যুর মুকাবিলা এবং অপ্রিয়কে পদদলিত করায়
কারণ যদি দিবস আমার খাবার পানিটুকুও দূষিত করে দেয়
আর আমার নিজ অঞ্চলকে দুর্যোগাক্রান্ত ধ্বংসে পরিণত করে
তবে কোন পরীক্ষাই আমাকে আমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি
আর না কোন ছলচাতুরি আমাকে আমার পথ থেকে দূরে সরিয়েছে
আমি তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকি যা আমাকে আনন্দিত করে
আমার শত্রুদেরকে করে ক্রুদ্ধ এবং বন্ধুদেরকে করে পরিতুষ্ট।

আপনার ভাই হামুদ ইবনে উকলা আশ শুয়াইবী, আলী ইবনে খুদাইর আল খুদাইর ও সুলাইমান ইবনে নাসির আল উলওয়ান

১৬/১০/১৪২২ হিজরী

দিল্লীর তিহাড় জেল থেকে আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের নামে চিঠি

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহু ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবীয়া বা'দা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

সম্মানিত জনাব আমীরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর দামাত বারাকাতুহুম এর খিদমতে

সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি মানুষের হেদায়তের জন্য কুরআনুল কারীম নাযীল করেছেন । দুরুদ ও সালাম হোক সর্বশেষ নবী মুজাহিদদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যাঁর সাথে আমাদের গভীর সম্পর্ক ।

বাদ সালাম, বন্ধু-বান্ধব, পত্র - পত্রিকা, চিঠি - পত্র বিশেষভাবে রেডিও কাবুল মারফত যা এখানকার সময় রাত দশটা বাজে-সম্প্রচার হয় তাতে আফগানিস্তানে ইসলামী ইমারতের প্রতিষ্ঠার কথা শুনে সিজদায়ে শোকর আদায় করেছি । আজ যে সকল মুজাহিদীন একত্রিত হয়েছে তাদের সাথে জেলে আটক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরাও এক অদৃশ্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি । হে আমাদের আমীরুল মোমেনীন ! আমরা বহু বছর ধরে হিন্দুস্তানের জেলখানায় আবদ্ধ আছি । কেউ কাশ্মীর জেহাদের কারণে কেউ হিন্দুস্তানে জেহাদের কারণে কেউ বাবরী মসজিদকে শহীদ করার প্রতিবাদ করতে গিয়ে জেলে আটকা পড়েছি । আমরা জেলের ভিতরে জেহাদের শরয়ী হুকুম, এমারতের ইসলামী প্রতিষ্ঠা, সরকারের আনিগত্য হিজরত ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না করেই পাগলামীর প্রাবল্যে এমারতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংগঠনের নামে কাজ শুরু করেছি । আমাদের অনেক সাথী একথা শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে ।

আমরা কাশ্মীরের ভারতের জোরপূর্বক দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছি । তার পাশাপাশি হিন্দুস্তানের জমিনে আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য সীমিত কর্মকান্ডও চালিয়ে যাচ্ছি আমরা যখন বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন

বিশ্বের নামকরা শক্তিদেরকে উস্কানি না দিয়ে আমরা থাকতে পারিনা । যখন ফিলিস্তিনী মুসলমানদের উপর ইসরাইলী হায়েনাদের নির্বিদচার হামলা ও জুলুমের খবর কানে আসে তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে পারি না । মোট কথা কুফুরের শক্তি প্রদর্শন আমরা সহ্য করতে পারিনা । নবী (সাঃ) এর উম্মতের অপমান আমরা বরদাশত করতে পারিনা ।

হে আমীরুল মোমেনীন ! আমরা এমারতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার পর আর এতিম নই । ইনশাল্লাহ আমরা আল্লাহ তাআলাকে হাজির নাজির জেনে এবং আল্লাহর আহকামের পাবন্দী করে এক উম্মত ও এক আমীরের জন্য আপনার দস্তমুবারকে অদৃশ্যভাবে বাইয়েত হচ্ছি । আমরা গোনাহগার ! আমাদের মধ্যে কোন যোগ্যতা নেই । অন্তরে শুধু এতটুকু আকাংখা ছিল যে, জীবনে একবার এমারতে ইসলামীর ঘোষনা শুনব । অতএব এমারতে ইসলামীর ঘোষনার উপর আমরা লাব্বাইক বলছি । আমরা আমাদের সকল সংগঠন যেগুলোর আমি নেতা সেগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছি । অথবা যেগুলোর অধীনে আজ আমি কাজ করছি সেগুলিকে বিলুপ্ত ঘোষনা করছি অথবা সেগুলির সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষনা করছি । আজকের পর থেকে আপনার শরীয়াত সম্মত হুকুম মনে প্রাণে পালন করব ইনশাল্লাহ ।

হে আমীরুল মোমেনীন ! আমরা বিশেষভাবে আপনার মনোযোগ হিন্দুস্তানের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাই । এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী আছে এবং আল্লাহর ফজলে এ মুহুর্তে পরিস্থিতিও অনুকুলে আছে । এ কারণে এখানে কুফুর ও শিরককে খতম করার জন্য এবং আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য একটি সর্বাত্মক পরিকল্পনা প্রয়োজন ইনশাল্লাহ এক উম্মত এক আমীর এবং এক দ্বীনের সুস্পষ্ট পয়গামের সুবাদে আমরা এবং আমাদের মতো কত অগনিত নওজোয়ান আপনার আওয়াজে লাব্বাইক বলার জন্য অস্থির, যাতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় ।

আজকের এ সমাবেশ হতে যাতে গায়েবানা বাইয়াত হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত মুজাহিদীন ও সাধারণ মুসলমানদের নিকট আবেদন এই যে, সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে এই এমারতে ইসলামীর পুনর্গঠনে অংশ নিন, যাতে আল্লাহ ও তাঁর নবী আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন ।

আশা করি খুব দ্রুত আমাদের চিঠির উত্তর দিবেন এতে আমাদের অন্তর শান্ত হবে । আমরা ইসলামী তালিবান শহীদ ও গাজীদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করছি । যাদের খাঁটি কুরবানীর বদৌলতে ও আল্লাহর তাওফীকে ইসলামের বসন্ত বাগান শ্যামলতা লাভ করেছে । আল্লাহ তাআলা সমস্ত মুজাহিদীহকে গায়েবী সাহায্য করুন এবং ইসলামের দুশমনদের সকল ষড়যন্ত্রকে পরাজিত করুন । আমীন ।

হিন্দুস্তান থেকে কাশ্মীরি মুজাহিদদের প্রেরিত অঙ্গিকার নামা

আমি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতকে যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ রয়েছে হাজির নাজির জেনে অঙ্গিকার করছি যে, হযরত মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর আমীরুল মোমেনীন এমারতে ইসলামী আফগানিস্তানের হাতে গায়েবানা বাইয়াত করছি । আমি আল্লাহ এবং তাঁর নবী (সাঃ) এর হুকুম মোতাবেক আমীরুল মোমেনীনের প্রতিটি আদেশ মনে প্রাণে অনুসরণ করব ইনশাল্লাহ । আমি এমারতে ইসলামীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এবং কুফর ও শিরক খতম করার জন্য মনে প্রাণে আমীরুল মোমেনীনের আনুগত্বে জেহাদ করব ইনশাল্লাহ ।

আমি অঙ্গিকার করছি যে, কোন সংগঠনকে জাতিগত, ভাষাগত অথবা এলাকাগতভাবে সীমিত করণকে আমার উপর বিজয় হতে দিব না ইনশাল্লাহ । আমি অঙ্গিকার করছি যে, ফরয, ওয়াজীব ও নফলসমূহ আদায় করতঃ হারাম এবং মাকরুহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে প্রত্যেক ছোটবড় হুকুমকে নিজের উপর জারী করব ইনশাল্লাহ ।

আমি অঙ্গিকার করছি যে, আল্লাহ হক বান্দার হক আদায় করতঃ নিজের পুরো জীবনকে সত্য দ্বীনের সমুন্নত করার জন্য ওয়াকফ রাখব ইনশাল্লাহ ।

আমি কুরআন - সুন্নাহর আলোকে আমীরুল মোমেনীন এর তাৎক্ষনিক হুকুম পুরোপুরি মেনে নিব ইনশাল্লাহ !

বন্দীদের পক্ষ থেকে,
তেহাড় জেলখানা, নতুন দিল্লী

তালিবান কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নয়

তালিবানদের ব্যাপারে কিছু বলার আগে একথা অবশ্যই মনে রাখা উচিৎ যে তালিবান কোন গোষ্ঠী বা সংগঠনের নাম নয় । তালিবান একটি মতাদর্শের নাম । তালিবান তাঁরা যাঁরা ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান, ধর্মের নিয়মকানুন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন, যাঁরা মৌলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী বা শোধনবাদী তাঁদেরকে দুশমন হিসাবে চিহ্নিত করেন, যাঁরা আল্লাহ রসুলের মর্যাদা রক্ষায় জান কোরবানী দিতে ভয় পায় না, স্বধর্ম ও স্বজাতিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য যাঁরা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে সদা উন্মুখ এমন সাচ্চা ইসলাম ধর্মাবলম্বীকেই বলা হয় তালিবান । (বেনজির ভুট্টো ও পাক রাজনীতি, পৃষ্ঠা-৫২/মিহির কর্মকার)

সাংবাদিক মিহির কর্মকারের এই তালিবানের সংজ্ঞার পরিপ্রক্ষিতে বলা যায় শুধু আফগানিস্তানের আমিরুল মোমেনীন মোল্লা ওমর মুজাহিদের দলই তালিবান নয়, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রেই তালিবান । তবে বর্তমানে বিজ্ঞ মহলে তালিবান বলতে মোল্লা ওমরের সংগঠনকেই বোঝায় ।

আমাদের দেশের ও মার্কিন মিডিয়া তালিবানদেরকে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে । যদিও তা সত্যের বিপরীত । তালিবানরা কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নয় । এই তালিবানদের আন্দোলনে ১৯৮৯ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র শক্তির সমর্থনে আফগানিস্তানের সরজমিন থেকে কমিউনিষ্ট রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়ন বাহিনী বিতাড়িত হয় । এরপর আফগানিস্তানে লাভের জন্য গৃহদ্বন্দ শুরু হয় । এরপার ১৯৯২ সালে কমিউনিষ্ট সরকারের পতন ঘটে । ১৯৯৪ সালে পাকিস্তানের সহযোগিতায় তালিবান আন্দোলনের উদ্ভব হয় এবং ১৯৯৬ সালে পাক সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় আফগানিস্তান দখল করেন এবং শরীয়াতি আইন চালু করে দিয়ে নৈরাজ্য ও গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটান । ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইনটাওয়ার ধ্বংসের অপরাধে মূল আসামী হিসাবে আল কায়দার শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে আমেরিকা তালিবান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে ।

এই যুদ্ধ ঘোষনা করার আগে আমেরিকা মোল্লা ওমরকে এই চরমপত্র দিয়েছিল যে ওসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে । তুলে দিলে আফগানিস্তানে অভিযান চালানো হবে না । জবাবে মোল্লা ওমর বলেছিলেন, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১

সালে টুইনটাওয়ার ওসামা বিন লাদেন ধ্বংস করেছে তা প্রমান দিলে তবে লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দেবেন। তাছাড়া বিনাদোষে তিনি আশ্রয় প্রার্থীকে শত্রুর হাতে তুলে দিবেন না।

জাপানের দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাতকার চলাকালী মোল্লা ওমর বলেন, "ওসামাবিন লাদেন আফগানিস্তানের একজন মেহমান। তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া তিনি কোন প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকান্ড না করার অঙ্গিকারে আবদ্ধ। যখন ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রোপাগান্ডা তুঙ্গে উঠেছে তখন ইসলামি ইমারতের উচ্চ আদালত তাদের কাছে প্রমাণ চেয়েছে এবং ঘোষনা দিয়েছে যে, যদি কারো কাছে ওসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মেনে নেওয়ার মতো কোন প্রমাণ থাকে, তাহলে তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্থাপন করুক। কিন্তু কেউ কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। তাই উচ্চ আদালত তাকে নিরপরাধ ঘোষনা করেছে। আদালতের এ সিদ্ধন্তের ফলে আমাদের অবস্থান আরো দৃঢ় হয়েছে। আমরা ওসামাকে অন্য কোন রাষ্ট্রের হাতে সোপর্দ করব না।"

কিন্তু সন্ত্রাবাদের জনক বুশ মোল্লা ওমরের কথার প্রতি কোন কর্ণপাত করেননি। ফলে বুশ বাহিনী আফগানিস্তানের উপর আক্রমন চালায় এবং আফগানিস্তান ধ্বংসের তান্ডবলীলায় পর্যবসিত হয়। অথচ তালিবানদেরকে পর্যুদস্ত করতে পারেনি বরং তালিবানরা পূর্ণ দাপটে আফগানিস্তানের অধিকাংশ জায়গা দখল করে নিয়ে শরীয়াতি শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছে। আমেরিকার জোট বাহিনীর কমান্ডর ম্যাক্রিস্টল ও ব্রিটেনের সেনা প্রধান রিচার্ডস বলেছেন, আফগানিস্তানে আরও সৈন্য না পাঠালে আমেরিকার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এমনকি আমেরিকার বুদ্ধিজিবীরা পরামর্শ দিচ্ছেন এবং প্রেসিডেন্ট বারাক হুসেন ওবামাও তালিবানদের সাথে আলোচনার ব্যপারে চিন্তা ভাবনা শুরু করছেন। ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ একথাও বলেছেন যে যুদ্ধ করে তালিবানদের পরাজিত করা সম্ভব নয় বরং তাদের সাথে আলোচনা করা একান্ত যুক্তি সংগত। এখন ভাবনার বিষয় তালিবানদের সঙ্গে এখন যে আলোচনার কথা বলা হচ্ছে তা যদি আফগান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগে করা হত তাহলে আফগানিস্তানে এত ক্ষয়ক্ষতি হত না।

আমদের এখানে বক্তব্য হল, তালিবানরা আফগানিস্তানের মাটিতে যে শরিয়াতের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে তা কি অন্যায়? যেহেতু আফগানিস্তানে ৯৯ শতাংসই

মুসলমান । মধ্যপ্রাচ্যের সৌদী আরবসহ বহু ইসলামি রাষ্ট্রেই ইসলামি শাসনব্যবস্থা চালু আছে । তাহলে তালিবানরা ইসলামি শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রে কায়েম করলে অন্যায় কোথায় ?

নিজের দেশ স্বাধীন করে আমরেরিকার প্রভুত্ব্য স্বীকার না করে শরীয়াতি শাসনব্যবস্থা কয়েম করাই হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবি ও মিডিয়ার কাছে সন্ত্রাসবাদ । অর্থাৎ ইসলামি শরীয়াতটাই তাদের কাছে চক্ষুশূল । আফগানিস্তানে শরীয়াতি শাসনব্যবস্থা কয়েম হয়ে গেলে আর আমেরিকার দালালী সেখানে চলবে না বলে তারা আমিরুল মোমেনীন মোল্লা ওমর মুজাহিদকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে দুনিয়ার সম্মুখে হেয়

প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে । অথচ ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেওয়ার অজুহাতে আফগানিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য বুশ প্রশাসন এত বড় সন্ত্রাসী হামলা করল সেটা তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের চোখে সুজে না ।

অভিযোগ করা হয় তালিবানরা বামিয়ানে প্রাচীন বৌদ্ধ মুর্তি ধ্বংস করে । তাই তালিবানরা নাকি উগ্র সাম্প্রদায়িক এবং পরধর্ম বিদ্বেষী । এই বৌদ্ধমুর্তি ধ্বংস করার জন্য আমাদের দেশের তৎকালীন বিজেপি সরকার ও বিভিন্ন বুদ্ধিজীবিরা তীব্র প্রতিবাদ করে । তাদের সঙ্গে হিন্দু রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠন বজরং দল, শিবসেনা, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, আর. এস. এস. প্রভৃতিরা তুমুল শোরগোল শুরু করে দেয় । তাদের বক্তব্য অপরের সংস্কৃতি ধ্বংস করা মারাত্মক অমার্জনীয় অপরাধ । আর দেখা যায় তারাই একদিন বাবরী মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় হাজার হাজার লোকের সম্মুখে । তখন তাদের মনে ছিল না অপরের সংস্কৃতি ধ্বংস করা মারাত্মক অমার্জনীয় অপরাধ । সেজন্যই দিল্লীর জামে মসজিদের ইমার সাইয়েদ আহমদ বুখারী বলেন, ‘‘বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবার বাবরী মসজিদ ভাঙার ভুল স্বীকার করুক তারপর তারা সমালোচনা করতে পারে তালিবানদের ।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘বাবরী মসজিদ যথাস্থলে নির্মানের প্রতিশ্রুতি বিজেপি তথা ভারত সরকার দিক তাহলে তালিবানদের কাছ থেকে বৌদ্ধমূর্তি না ভাঙার প্রতিশ্রুতি আদায় করা যেতে পারে ।’’

ইমাম সাহেবের এই যুক্তির কোন উত্তর হিন্দুত্ববাদীরা দিতে তো পারেই নি বরং উল্টো তারা ইমাম সাহেবকে দেশদ্রোহী বলতে শুরু করে । হিন্দুত্ববাদীরা দাবী করে

ইমাম বুখারীকে গ্রেফতার করা হোক অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করা হোক । এই হল হিন্দুত্ববাদীদের জঘন্য দর্শন ।

আমরা ভারতের ইতিহাস পাঠ করলে দেখতে পাই, ভারত থেকে বৌদ্ধদেরকে হিন্দুরাই বিতাড়িত করে এবং অসংখ্য বৌদ্ধ নিধন করে । ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা লিখেছেন, ‘‘এটা ভাবা ভুল হবে যে, বৌদ্ধরা তাদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ধর্মতাত্ত্বিক প্রচারের ফলেই এ দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । তাদের রীতিমত নির্যানতন ও নিধন করা হয়েছে । ফলে, তাদের সামনে কেবল দুটি বিকল্পই খোলা ছিল । যে সামাজিক অযোগ্যতা নিয়ে তারা বাস করছিল তার হাত থেকে বাঁচতে গেলে তাদের হয় অন্য দেশে পলায়ন করতে হত অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হত ।’’ (কমিউনাল হিস্ট্রি অ্যান্ড রামাজ অযোধ্যা - প্রকাশক মনীষা - ৭৩)

টমাস ওয়ার্টাস এর গ্রন্থে লেখা আছে, ‘‘বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তু । কোশলের হিন্দু রাজা বিরুধক এখানে ৯৯৯,০০,০০০ নিরীহ বৌদ্ধকে হত্যা করেন । এই বিভৎস হত্যাকান্ড সমাপনের পর তার নযর পড়ে ৫০০ সুন্দরী বৌদ্ধ যুবতীর দিকে । তাদেরকে তিনি নিয়ে যেতে চান তার মহলে । কিন্তু তার পরিকল্পনার তীব্র বিরুদ্ধাচারণ করেন খোদ বৌদ্ধ যুবতীরাই । অভিমানী কোশলরাজ বিরুধক তখন নির্মমভাবে হত্যা করেন এই ৫০০ বৌদ্ধ যুবতী রমনীকেও ।’’ (তথ্যসূত্র ঃ স্বাধীনতার ফাঁকি, বিমলানন্দ শামসল)

হিন্দুত্ববাদীরা শুধু বৌদ্ধদের নয় জৈন ধর্মের অনুসারীদের উপরেও চরম নির্যাতিত করে । এম. এ. হাকিম লিখেছে, ‘‘বাংলার বৌদ্ধদের মতো দক্ষিন ভারতের জৈনরাও রক্ষণশীল শৈব হিন্দুদের হাতে নিপীড়িত হয় এবং একবার একদিনে ৮ হাজার জৈনকে হত্যা করার কথা তামিল পুরানে লিপিবদ্ধ আছে ।’’ (আজকাল, কলকাতা, ৩০ মার্চ ২০০১)

বৌদ্ধদের হত্যা ও দেশ থেকে বিতাড়ন করেই হিন্দুত্ববাদীরা ক্ষান্ত হয়নি । তারা এতই সন্ত্রাসী হয়ে উঠে যে বৌদ্ধদের খতম করার পর তাদের স্মারকচিহ্নগুলোকেও একটির পর একটি করে নিশ্চিহ্ন করে দেয় যাতে বৌদ্ধসভ্যতাসংস্কৃতির কোন চিহ্ন যাতে না থাকে । এভাবে সারা ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় বৌদ্ধবিহার,

স্মৃতিসৌদ্ধ ও ধর্মস্থল সমূহ । ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা লিখেছেন, ‘‘দ্বিতীয় - তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে রচিত ‘দ্বিব্যাবদন’ গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী কানা যায় ব্রাম্ভন্যবাদী রাজা পুষ্যমিত্র শুঙ্গ চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে স্তুপাতি ধ্বংস ও বিহারসমূহ ভষ্মীভূত করেন এবং বৌদ্ধভিক্ষুদের হত্যা করতে করতে শাকল অর্থাৎ অধুনিক শিয়ালকোট পর্যন্ত অভিযান করেন । বুদ্ধদেব যে বোধিবৃক্ষের নীচে বন্ধুত্ব অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন, এমনকি সেটিও কেটে ফেলেছিলেন গৌড় শৈব শাসক শশাঙ্ক ।’’ (কমিউনাল হিস্ট্রি অ্যান্ড রামাজ অযোধ্যা - প্রকাশক মনীষা - ৭৩)

ইতিহাসে আরও লেখা আছে, ‘‘কাশ্মীরের রাজা হর্ষ (১০৮৯-১১০১) বহু মন্দির তথা বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করেছিলেন । ‘দেবোৎপাটন নায়ক’ নামে হর্ষের একজন মন্ত্রী এই লুন্ঠনের দায়িত্বে ছিলেন । তিনি শত শত ধাতুনির্মিত বুদ্ধের ওপর কুষ্ঠরোগী লোকেদের প্রস্রাব করিয়ে অপবিত্র করেছিলেন এবং পরবর্তিতে তিনি আবার সেগুলিকে গলিয়ে টাঁকশালে রেখেছিলেন ।’’ (The Culture and Civillization of India : V D Kosambi/Brahminical Conspiracy Behind Masjid Demolition : M Gopinath)

কোল্লামের ইতিহাসের অধ্যাপক এম. এস. জয়প্রকাশ লিখেছেন, ‘‘তালিবান কর্তৃক বৌদ্ধমূর্তির নির্বিচার ধ্বংস সমালোচানার তীব্র ঢেউ তোলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে । আশ্চর্যের বিষয়, বিজেপি নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারও তামাম হিন্দুত্ববাহিনী সাথে নিয়ে তালিবানদের পদক্ষেপের নিন্দা করে । প্রচলিত ধারণা বিরোধী হলেও এটাই বাস্তব যে আজকের ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তির পূর্ব - পুরুষরাই নির্মমভামে ভারতে শুধু বৌদ্ধমূর্তিই ধ্বংস করেনি বরং তারা হত্যা করেছে বৌদ্ধদেরও । সুতরাং ইতিহাসের যেকোনো নিরপেক্ষ ছাত্র দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলবে যে এইসব হিন্দুত্ববাদী শক্তির তালিবানদের সমালোচনা করার কোন নৈতিক অধিকার নেই ।’’

তিনি আরও লিখেছেন, ‘‘৮৩০ ও ৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে শত শত বুদ্ধমূর্তি, স্তুপ ও বিহার ধ্বংস করা হয় হিন্দু পুনরুজ্জীবনের নামে । ভারতের বাইরে ও ভিতরের শিক্ষাগত ও পুরাতাত্ত্বিক উভয় সূত্রই গোঁড়া হিন্দু কর্তৃক বৌদ্ধদের প্রতি বর্বরতার জলজান্ত সাক্ষ্য । বৌদ্ধ সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটানোর জন্য শঙ্করাচার্যের মত আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দ এবং বহু হিন্দু রাজন্যবর্গ বৌদ্ধমূর্তি ভেঙে গৌরভ বোধ

করতেন । আজ তাদের উত্তরপুরুষেরা ববরী মসজিদ ধ্বংস করেছে এবং ভবিষ্যতে যেসব মসজিদ ধ্বংসের টারগেট তাদের রয়েছে সেসবের তালিকা প্রকাশ করেছে । এই ঔদ্ধত্যের পাপ ঘাড়ে নিয়ে তারা বর্তমান তালিবানদের নিন্দা করে ।”

তিনি আরও লিখেছেন, “সম্রাট অশোকের নির্মিত ৮৪,০০০ বৌদ্ধস্তুপ ধ্বংস করেন হিন্দু রাজা পুষ্যমিত্র শূঙ্গ । এরপরেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় মগধের বৌদ্ধ কেন্দ্রসমূহ । মির্মমভাবের হত্যা করা হয় হাজার হাজার বৌদ্ধ সন্যাসীকে । রাজা জালালুকা তার অধীনস্ত এলাকায় বুদ্ধ বিহারসমূহ ধ্বংস করে দেন এই যুক্তি দেখিয়ে যে বৌদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ তার ঘুমের ক্ষতি করে । কাশ্মীরের রাজা কিন্নারা ব্রাম্ভনদের খুশী করতে ধ্বংস করেন হাজার হাজার বিহার এবং দখল করেন বৌদ্ধ গ্রামসমূহ । বিশাল সংখ্যক বৌদ্ধবিহার দখল করে ব্রাম্ভণরা এবং সেগুলোকে রুপান্তরিত করে হিন্দু মন্দিরে । পরে এইসব মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় । উল্লেখ্য, বৌদ্ধ ধর্মস্থানসমূহ হিন্দু মন্দির হিসাবে নিয়মিতকরণ করা হয় পুরান লিখে । তিরুপাথী, আইহোল, আন্দাভাল্লি, ইলোরা, বাংলা, পুরী, বদ্রীনাথ, মথুরা অযোধ্যা, শ্রীঙ্গেরী, বৌদ্ধগয়া, সারনাথ, দিল্লী, নালন্দা, গুডিমাল্লাম, নগরজুনাকোন্ডা, শ্রীসৈলাম ও সবরীমালা হল কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধকেন্দ্র যেসব ব্রাম্ভন্যবাদী জবরদখলের অত্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্টান্ত ।”

শুধু প্রাচীন যুগেই নয় । আধুনিক যুগেও মুর্তি ভাঙার দৃষ্টান্ত রয়েছে । ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের যখন পতন হয় তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে লেনিনের বিশাল দৈত্যাকার মুর্তিকে হাজার হাজার মানুষের সামনে বৃহৎ বৃহৎ ক্রেনের সাহায্যে ভেঙে ফেলা হয় । চেকোশ্লাভাকিয়ার চুসেস্কু এবং যুগোশ্লাভিয়ার নেতা যোসেফ টিটোর মুর্তিকে ভেঙে ফেলা হয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিটি স্মৃতিকে নিশ্চিহ্ন করা হয় । বার্লিনের প্রাচীরকে খন্ড খন্ড করে সমগ্র বিশ্বে বিতরণ করা হয় । এই ধ্বংকান্ডকে সকলেই স্বাভাবিক কার্যকলাপ বলে মেনে নিয়েছিলেন । অথচ লেনিনও ছিলেন নাস্তিক এবং ভারতীয় দর্শনে গৌতম বুদ্ধও ছিলেন নাস্তিক । লেনিনের বিরাট দৈত্যাকার মুর্তি ধ্বংস করাতে কেউ কোন প্রতিবাদ করেননি অথচ বামিয়ানে গৌতম বুদ্ধের মুর্তি ধ্বংসে বিশ্বের মানুষ প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠেছেন । তাঁরা এতই প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠেন যে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের প্রক্তন মহাসচিব কোফি আন্নানাফগানিস্তানের সীমান্ত দেশ পাকিস্তান পর্যন্ত চলে যান । এবং আমেরিকা ও রাষ্ট্রসংঘের তরফ থেকে তালিবানদেরকে হুমকিও দেওয়া হয় যে যদি তারা বৌদ্ধমুর্তি ভেঙে ফেলে তাহলে তারা

ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকুক । অথচ এই মানবতার দালাল আমেরিকা ও ইহুদীদের জারজ সন্তান রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের চক্ষুর সম্মুখে যখন ভারতের হিন্দু গৈরিক সন্ত্রাসবাদীরা প্রাচীন নিদর্শন বাবরী মসজিদ গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল তখন তাঁরা লেজ গুটিয়ে ইঁদুরের মতো বসে ছিলেন । কোফি আন্নান একবারের জন্যও ভারত সফরে এসে কোন প্রতিবাদ করলেন না । ভারতসরকারকে তিনি একবাররের জন্যও বলেননি যে তারা ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকুক । এটা কি তাদের দ্বিচারিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন নয় ? আমেরিকা ও রাষ্ট্রসংঘের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, ‘‘যদি তারা বৌদ্ধমুর্তি ভেঙে ফেলে তাহলে তারা ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকুক ।’’ কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস দেখুন, বামিয়ানে তালিবানরা বৌদ্ধমুর্তি ধ্বংস করে দিল । আমেরিকা ও রাষ্ট্রসংঘ কিছুই করতে পারলো না । তবে ওসামা বিন লাদেনকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে তালিবানদের ক্ষতিসাধন করলো বটে । তবে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবও আজ তাঁর পদে নেই জর্জ বুশও তাঁর পদে নেই । আমেরিকা আজ তছনছ হয়ে যাচ্ছে । কিন্তু কুরবান হয়ে যায় মোল্লা ওমরের প্রতি তিনি তাঁর পদেই সিংহশাবকের মতো অধিষ্ঠিত আছেন । আমেরিকা তাঁর চুল পর্যন্ত বাঁকা করতে পারেনি । আমেরিকা দিনে দিনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর মোল্লা ওমর বীরের মতো বেঁচে আছেন । মোল্লা ওমর মুসলমান জাতির জন্য গৌরব । তিনি এমন এক পবিত্র খুসবুদার মর্দে মুজাহিদ যে পৃথিবীর সকলে আমরিকাকে বাঘের মতো ভয় করলেও চিরকাল তিনি মুষিকশাবকের মতোই জ্ঞান করেছেন । যার ফলাফল হল, ২০০২ সালে আমেরিকা তার সৈন্যদের আফগানকে ধ্বংস করার জন্য কাতারে কাতারে নামিয়েছিল আর ২০১২ সালে আমেরিকা তার সৈন্যদের লাশ কাতারে কাতারে বহন করে নিয়ে যায় । কেননা, কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, ‘‘কুল জা’আল কাক্ক্ ওয়া যাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা ।’’ অর্থাৎ সত্যের যখন আগমন হয় তখন বাতিল পলায়ন করে । নিশ্চয় বাতিল পলায়নকারী । আজ আমরিকা আফগানিস্তান থেকে পলায়ন করেছে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ।

-ঃ নিচের চিত্রটা দেখুন বুঝতে পারবেন ঃ-

তালিবানদেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশেসমূহ সন্ত্রাসবাদী বলেছে নিজেদের অসৎ দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য । অথচ পৃথিবীর এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী দেশ হল আমেরিকা আর পৃথিবীর সবথেকে বড় সন্ত্রাসবাদী হল জর্জ ডব্লু বুশ । কিছুদিন আগে আমেরিকার শিকাগোতে একটা সার্ভে করা হয়েছিল । আর সেই জরিপে টেররিস্ট হিসেবে ১. ওসামা বিন লাদেন, ২. সাদ্দাম হোসেন, ৩. জর্জ বুশ এই তিনজনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী বেছে নেওয়ার জন্য । তাতে ৭৮% লোক বলেছে জর্জ বুশ এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী । সুতরাং তালিবান নেতা মোল্লা ওমর মুজাহিদ সন্ত্রাসবাদী নয়, সন্ত্রাবাদী হল জর্জ বুশ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা । কিছুদিন আগে ইউহান রেডলীকে গিয়েছিলেন তালিবানদের উপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য । সেখানে ধরা পড়ে তিনি সাত দিন বন্দি ছিলেন । যখন তিনি স্বদেশে ফিরলেন তখন তিনি তালিবানদের ব্যবহারে রীতিমতো মুগ্ধ । তিনি কুরআন পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তালিবানরা তাঁর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিল ? তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন, তারা মেহমানদের মতোই আপ্যায়ন করেছে, তারা যথেষ্ট সম্মান করেছে, ভদ্র ব্যবহার করেছে ।

সুতরাং তালিবানরা যদি সন্ত্রাসবাদী হত তাহলে তারা ইউহান রেডলীকে হত্যা করে দিতে পারত যাতে তাদের উপর কেউ গোয়েন্দাগিরি না করতে পারে । তারা তা করেনি । এর দ্বারাই বোঝা যায় তালিবানরা সন্ত্রাসবাদী নয় । তারা শান্তিকামী ।

আফগান মুজাহিদীনদের কিছু অলৌকিক কার্যকলাপ

আফগানিস্তানে যখন সোভয়েত বাহিনী দখল করে নিয়েছিল তখন আফগান মুজাহিদীনরা প্রাণপন সংগ্রাম করেছিলে নিজের দেশকে বাঁচাবার জন্য । সেই সময় আফগার মুজাহিদদের দ্বারা আল্লাহপাক অলৌকিক নিদর্শন দেখান যার কয়েকটি নিচে বর্ণনা করা হল,

১) মিশরের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ডঃ আব্দুল্লাহ আয্যাম তাঁর ‘আয়াতুর রহমান ফী জিহাদিল আফগান’ নামক বইয়ে লিখেছেন,

“আফগান মুজাহিদ ও শহীদানের বিস্ময়কর ও কল্পনাতীত কারামাতসমুহ আমি নিজ কানে শুনে নিজ হাতে লিখেছি । এ সমস্ত কাহিনীর প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাকে বলেছেন ।” তিনি বলেছেন,

আফগানিস্তানের পাকতিয়া অঞ্চলের রজমা এবং উরগুন সেক্টরের মুজাহিদ কামান্ডার উমর হানিফ ইসলামী বিপ্লবের মোর্চার নেতা মাওলানা নাসরুল্লাহ মনসুরের বাড়িতে বসে আমাকে বলেছেন ঃ এমন কোন শহীদ আমি দেখিনি যার লাশ বিকৃত বা দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে । কোন শহীদের লাশকেই কুকুর স্পর্শ করতে দেখিনি । যদিও কুকুরেরা কমিউনিষ্টদের মরা লাশ নিয়ে টানাটানি করে ।

যুদ্ধের প্রয়োজনে দুই-তিন বছরের পুরানো বারোটি কবর আমি নিজে খুঁড়েছি, কিন্তু কোন একটি লাশেও পরিবর্তন দেখিনি । একবছর পরও দেখেছি শহীদের লাশের জখম হতে তাজা রক্ত ঝরছে ।

ইমাম সাহেব আমাকে বলেছেন ঃ শহীদ আব্দুল মজিদ মুহাম্মাদের লাশ তিন মাস পরে আমরা দেখতে পাই । লাশ যেমন ছিল তেমনই; আর মিশকে আম্বরের খোশবু রয়েছে তাতে । আব্দুল মাজিদ হাজি আমাকে বলেছেন ঃ গ্রামের মসজিদের এক ইমামের লাশ সাত মাস পরে আমরা দেখতে পাই । মনে হয় যেন তিনি এমাত্র শহীদ হয়েছেন ।

জিহাদের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ মুয়াজ্জিন আমাকে বলেছেন ঃ শহীদ নেছার আহমদের লাশ সাত মাস মাটির নিচে থেকেও কিছুই হয়নি ।

আব্দুল জাব্বার নিয়াজী আমাকে বলেছেন ঃ তিন - চার মাস পর আমি চার জন শহীদের লাশ পেয়েছি । এদের তি জনের তো চুল - দাড়ি ও নখ পর্যন্ত বেড়েছে । অন্য একজনের চেহরার একাংশে দেখেছি একটা ক্ষত । আমার ভাই আব্দুস সালামের লাশ দু সপ্তাহ পরে আমরা উঠাই, সে যেমন ছিল তেমনই আছে ।

মাওলানা আরসালান খান রহমানী আমাকে বলেছেন ঃ আমাদের সাথী, একজন তালেব ইলম মুজাহিদ, আব্দুস সামাদ শহীদ হলে আমি আর মুজাহিদ ফাতহুল্লাহ অন্ধকারের ভিতর সামাদের লাশ খুঁজতে বের হই । ফাতহুল্লাহ বলে উঠে ঃ শহীদ

খুবই কাছে, আমি একটি পবিত্র খুশবু পেয়েছি । এরপর আমি নিজেও সে সুগন্ধ পেলাম । ঘ্রান অনুসরণ করে আমরা যখন শহীদ আব্দুস সামাদের কাছে পৌঁছলাম, দেখি তার শরীরের জখমগুলো হতে প্রবাহিত রক্ত অন্ধকারে চকতক করে জ্বলছে । আলো হয়ে জ্বলছে শহীদের লহু ।

২) মাওলানা আরসালান বলেন ঃ শাতুরী নামক স্থানে আমরা পঁচিশ জন মুজাহিদ ছিলাম । দুই হাজার রুশ সৈন্য আমাদের উপর চড়াও হলে চার ঘন্টা যুদ্ধ চলে । এতে ৭০/৮০ জন কমিউনিষ্ট নিহত হয় আর বন্দী হয় ২৬ জন । আমরা বন্দীদের জিজ্ঞেস করলাম যে কেন তোমরা হেরে গেলে ? তারা বললো ঃ চারদিক থেকে অসংখ্য কামান ও ভারী অস্ত্রের গোলা আমাদের কাবু করে ফেলে । মাওলানা আরসালান বলেন ঃ আমাদের কাছে কামান - মেশিনগান কিছুই ছিল না । দেশি কাটা বন্দুক দিয়ে আমরা পঁচিশ জন একদিক থেকে গুলি ছুঁড়েছিলাম ।

তিনি আরও বলেন ঃ প্রায় একশো বিশটি ট্যাংক ও বিপুল সংখ্যক সাঁজোয়া গাড়ি আমাদের উপর আক্রমণ করে । এদিকে আমাদের রসদ ফুরিয়ে গেছে । অস্ত্রশস্ত্র শেষ হয়ে আসছে । বন্দীত্বের ব্যাপারে আমরা এখন নিশ্চিত প্রায় । আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে অসহায় অবস্থার কথা বললাম আমরা । একটু পরে চারিদিক থেকে শুরু হলো গোলাবৃষ্টি - রকেট আর বুলেটের ছুটাছুটি । কমিউনিষ্টরা পরাজিত হলো । চেয়ে দেখি ময়দানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই । মাওলানা আরসালানের দৃঢ় বিশ্বাস, এটা ফেরেস্তাদের কাজ ।

৩) মাওলানা আরসালান বলেন ঃ উরগুন ৩২ নামক স্থানে আমরা কমিউনিষ্টদের উপর হামলা করলাম । পাঁচশোকে হত্যা এবং তিরাশি জন বন্দী হলো । বন্দীদের উদ্দেশ্যে আমি বললাম ঃ তোমরা কেন পরাজিত হলে ? - আর আমাবের একজন মুজাহিদকে তোমরা শহীদ করেছ মাত্র । বন্দীরা বললো ঃ তোমরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছ । গুলি ছুঁড়লেও ঘোড়ার পায়ে লাগত না । আমি বললাম ঃ এগুলো বদরের ফেরেস্তা । যাদের সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন শরীফে বলেছেন ঃ ‘‘বালা ইন তাছবিরু ওয়া তাত্তাকু ----------বি খামছাতি আলাফিম মিনাল মালাইকাতি মুসাওইমীন’’ (১২৫ আল ইমরান) এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা কুরতুবী বলেন ঃ যে সৈন্যরা ধৈর্য ও সততার সঙ্গে লড়াই করবে, তাদের কাছে ফেরেস্তারা আগমন করবেন এবং সহযোদ্ধা

হবেন । কারণ, আল্লাহ তাআলা (বদরে অবতীর্ণ পাঁচ হাজার) ফেরেস্তাকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্যই মুজাহিদ বানিয়েছেন ।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন ঃ কিয়ামত পর্যন্তই এ পাঁচ হাজার ফেরেস্তা মুসলমানদের জন্য প্রতিরক্ষাস্বরুপ । (১৯৪ - ৪)

মুহাম্মাদ ইয়াসির বলেছেন ঃ কমিউনিষ্ট সৈন্যরা যখনই তাদের ট্যাংক বহর নিয়ে কোন গ্রামে ঢুকতো, তখন ওরা "ইখওয়ান আল - মুসলিমুনের ঘোড়ার আস্তাবল" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো । লোকেরা তখন অবাক হতো । কারণ, ঘোড়া তাদের কখনো ছিল না বা এসব গ্রাম্য মুজাহিদরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেনি । এসময় তারা বুঝে নিতো যে, কমিউনিষ্টরা ফেরেস্তাদের কথাই বলছে ।

৪) উমর হানিফ বলেছেন ঃ বহু সাপ মুজাহিদদের সাথে রাত্রি যাপন করেছে । দীর্ঘ চার বছরের মাঝেও তারা কোন মুজাহিদকে দংশন করেনি । (আফগান পাহাড়ি অঞ্চলে অসংখ্য বিষধর সাপ থাকে, যেগুলো সোভিউএত কমিউনিষ্ট সৈন্যদের দংশন করলেও মুজাহিদদের কোন ক্ষতি করেনা, বরং পাহারা দেয় । এভাবেই দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে চলেছে সাপ ও কমিউনিষ্টদের লড়াই । বিষধর পাহাড়ি সাপগুলো যেন মুজাহিদদের কতোই না আত্মীয়, পুরানো বন্ধু ।)

৫) মাওলানা জালালুদ্দী হাক্কানী বলেছেন ঃ আমাদের ত্রিশ জন মুজাহিদের উপর বোমারু বিমান হামলা চালায় । বোমাগুলো আমাদের চারপাশে পড়ে বিস্ফোরিত হতে থাকে । একটি বোমা একেবারে আমাদের উপরই পড়ে, কিন্তু বিস্ফোরিত হয়নি । প্রায় ৪৫ কেজি ওজনের এ বোমাটি যদি ঘুমিয়ে না থেকে ফেটে পড়তো, তাহলে আমরা ত্রিশ জনই শেষ হয়ে যেতাম ।

আব্দুল মান্নান বলেছেন ঃ আমরা ত্রিশ হাজার মুজাহিদ আমাদের সেন্টারে ছিলাম । সোভিয়েত বিমান আমাদের উপর তিন শত নাপাম বোমা নিক্ষেপ করে, কিন্তু একটি বোমাও ফাটেনি । পরে আমরা এই তিনশত বোমা পাকিস্তানের কোয়েটা শহরের মুজাহিদ সেন্টারে নিয়ে আসি ।

হবেন । কারণ, আল্লাহ তাআলা (বদরে অবতীর্ণ পাঁচ হাজার) ফেরেস্তাকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্যই মুজাহিদ বানিয়েছেন ।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন ঃ কিয়ামত পর্যন্তই এ পাঁচ হাজার ফেরেস্তা মুসলমানদের জন্য প্রতিরক্ষাস্বরুপ । (১৯৪ - ৪)

মুহাম্মাদ ইয়াসির বলেছেন ঃ কমিউনিষ্ট সৈন্যরা যখনই তাদের ট্যাংক বহর নিয়ে কোন গ্রামে ঢুকতো, তখন ওরা "ইখওয়ান আল - মুসলিমুনের ঘোড়ার আস্তাবল" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো । লোকেরা তখন অবাক হতো । কারণ, ঘোড়া তাদের কখনো ছিল না বা এসব গ্রাম্য মুজাহিদরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেনি । এসময় তারা বুঝে নিতো যে, কমিউনিষ্টরা ফেরেস্তাদের কথাই বলছে ।

৪) উমর হানিফ বলেছেন ঃ বহু সাপ মুজাহিদদের সাথে রাত্রি যাপন করেছে । দীর্ঘ চার বছরের মাঝেও তারা কোন মুজাহিদকে দংশন করেনি । (আফগান পাহাড়ি অঞ্চলে অসংখ্য বিষধর সাপ থাকে, যেগুলো সোভিউএত কমিউনিষ্ট সৈন্যদের দংশন করলেও মুজাহিদদের কোন ক্ষতি করেনা, বরং পাহারা দেয় । এভাবেই দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে চলেছে সাপ ও কমিউনিষ্টদের লড়াই । বিষধর পাহাড়ি সাপগুলো যেন মুজাহিদদের কতোই না আত্মীয়, পুরানো বন্ধু ।)

৫) মাওলানা জালালুদ্দী হাক্কানী বলেছেন ঃ আমাদের ত্রিশ জন মুজাহিদের উপর বোমারু বিমান হামলা চালায় । বোমাগুলো আমাদের চারপাশে পড়ে বিস্ফোরিত হতে থাকে । একটি বোমা একেবারে আমাদের উপরই পড়ে, কিন্তু বিস্ফোরিত হয়নি । প্রায় ৪৫ কেজি ওজনের এ বোমাটি যদি ঘুমিয়ে না থেকে ফেটে পড়তো, তাহলে আমরা ত্রিশ জনই শেষ হয়ে যেতাম ।

আব্দুল মান্নান বলেছেন ঃ আমরা ত্রিশ হাজার মুজাহিদ আমাদের সেন্টারে ছিলাম । সোভিয়েত বিমান আমাদের উপর তিন শত নাপাম বোমা নিক্ষেপ করে, কিন্তু একটি বোমাও ফাটেনি । পরে আমরা এই তিনশত বোমা পাকিস্তানের কোয়েটা শহরের মুজাহিদ সেন্টারে নিয়ে আসি ।

৬) মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী বলেছেন ঃ আমার সাথীদের মাঝে অনেক যুদ্ধ ফেরত মুজাহিদকে দেখেছি, যাদের জামা - কাপড় বুলেটের আঘাতে ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু তাদের গায়ে একটি বুলেটও ঢুকেনি ।

শায়খ আহমদ শরীফ বলেছেন ঃ আমার ছেলে যুদ্ধ হতে ফিরে এলো । তার পোষাক ছেঁড়া, অথচ গায়ে তার কোন আঘাত নেই ।

নাসরুল্লাহ মানসুরের সচিব বলেছেন ঃ আজ ১-৪-৮২ একজন মুজাহিদ এসে পৌছেছে যার মাথায় দশটি এবং বাহুদ্বয়ে পনেরোটি গুলি লেগেছে, অথচ সে জীবিত রয়েছে ।

মাওলানা পীর মুহাম্মাদ বলেছেন ঃ আমরা ২০ জন মুজাহিদ পাকতিয়া অঞ্চলে ছিলাম । ১৮০ টি বিমানের এক বহর সমতল ভুমিতে আমাদের ঘিরে ফেলে এবং মুষলধারে বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে । আমরা যখন লড়াই শেষ করলাম তখন আমাদের গায়ের জামা কাপড় তেনা তেনা হয়ে গেছে । আশ্চর্য ! আমরা কেউ আহত হইনি । কমিউনিষ্ট মেরেছি ১৬০ জন । আর বিমান নামিয়েছি তিনটি । আমাদের দুইজন শাহাদাত লাভ করেছেন ।

মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানীর বুকে যে বুলেটের মালা থাকে, তার নীচে একটা গুলি লেগেছে, কিন্তু তিনি আহত হননি । এটা আমি নিজের চোখেই দেখেছি ।

মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী বলেছেন ঃ আমি একটি বোমার উপর দিয়ে যেতে বোমাটি আমার পায়ের তলায় বিস্ফোরিত হয়, কিন্তু আমি এতে মোটেই আহত হইনি ।

মাওলানা আরসালান খান রহমানী বলেছেন ঃ দুইবার আমার পায়ে রকেট পতিত হয়, কিন্তু আমি কোন কষ্টই পাইনি ।

৭) পশ্চিম কান্দাহারের হিলমুন্ড এলাকার নেতা মুজাহিদ আব্দুল মান্নান বলেছেন ঃ আমরা ছিলাম ৬০০ মুজাহিদ আ দুশমনরা ছিল ছয় হাজার । এরা সবাই রুশ সৈন্যবাহিনীর সদস্য এদের সাথে ছয়শ’ ট্যাংক ও পঁয়তাল্লিশটি বিমান । ওরা

হামলা করলে দীর্ঘ আঠারো দিন যুদ্ধ চললো । ফলাফল ঃ মুজাহিদ ৩৩ জন শহীদ হয় । দুশমনের ক্ষয় - ক্ষতি ঃ সোভিয়েত সৈন্য ৪৫০ জন নিহত । বন্দী ৩৬ জন । ৩০ টি ট্যাংক আমরা চুরমার করে দেই এবং বিমান ভূপাতিত করি ২ টি । যুদ্ধের আঠারোটা দিন শহীদরা এমননিই পড়ে থাকে । মওসুম ছিল গরমের কিন্তু একটি লাশও পরিবর্তন হয়নি, দুর্গন্ধও না । শহীদানের মধ্যে আব্দুল গফুর বিন দীন মুহাম্মাদ একজন । প্রতিরাতেই তার দেহ থেকে একটা আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে আকাশের দিকে উঠতো এবং তা বেশ কমিনিট ধরেই থাকতো, যা সমস্ত মুজাহিদই দেখেছেন ।

উমর হানিফ বলেছেন ঃ ১৯৮২ -এর ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতি রাতেই আকাশ হতে নুর এসে মুজাহিদদের বাসস্থানের সামনে বহুক্ষণ ধরে দাপাদাপি করতো । অতঃপর অদৃশ্য হয়ে যেতো ।

৮) এক আফগান শহীদের মায়ের আঙ্গুলে সুবাস ছিল তিন মাসেরও বেশী । নাসরুল্লাহ মনসুর বলেছেন যে, হাবীবুল্লাহ ওরফে ইয়াকুত আমায় বলেছেন ঃ আমার ভাই শহীদ হওয়ার তিন মাস পর আমার মা তাকে স্বপ্ন দেখলেন । আমার ভাই মাকে বললো ঃ আম্মা, আমার সব যখম শুকিয়ে গেছে, কিন্তু মাথার জখমটা ভালো হয়নি । স্বপ্নে দেখে মা খুবই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কবর খুঁড়ে দেখবেন তিনি । ভাইয়ের কবর খুঁড়তে গিয়ে তাঁর কাছে অন্য আর একটি কবর উদোম হয়ে গেলে আমরা দেখতে পেলাম, কবরটির ভিতরে মৃতের উপর একটি অজগর । দেখে মা বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমার ছেলে শহীদ । তার কবরে সাপ থাকতেই পারে না । অতঃপর আমরা যখন ভাইয়ের কবরটি খুললাম, তখন ভুর ভুর করে সুগন্ধের বন্যা এলো । নাকে গিয়ে ঢুকতেই যেন আমরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগলাম । ভাইয়ের মাথায় আমরা একটি তাজা জখম দেখতে পেলাম । আমার মা আঙ্গুল দিয়ে সেটি ছুঁয়ে দেখলেন, তাঁর আঙ্গুলটি সুবাসিত হয়ে যায় । দীর্ঘ তিন মাস পর এখনো সে খুশবু রয়ে গেছে । আঙ্গুলটি এখনো সুরভি ছড়াচ্ছে শহীদী লহুর ।

মুহাম্মাদ শিরীন বলেন ঃ আমাদের সঙ্গী চারজন মুজাহিদ শহীদ হয় । তাঁদের শরীর হতে ছড়ানো মিশ্‌কের মতো সুবাস আমরা চার মাস পরেও পেয়েছি ।

৯) লৌগরের শহীদ মীর আগা রিভালবার ছাড়তে চায়নি । যুবায়র মীর আমায় বলেছেন যে, তাদের এক সঙ্গী মীর আগা শাহাদাত বরণ করে । তার হাতে ছিল

একটি রিভালবার । যখন মুজাহিদরা রিভালবারটি নিজেদের সংগ্রহে নিতে চাইলেন, তখন মীর আগা সেটি ছাড়েনি । পরে আমরা তার বাড়িতে গিয়ে খবর নিলাম । তার পিতা (কাজী মীর সুলতান) এসে বললেন ঃ বাবা এ রিভালবার তো তোমার নয়, এটি মুজাহিদীনের - তৎক্ষনাৎ সে রিভালবারটি ছেড়ে দিল ।

লৌগরের শহীদ সুলতান মুহাম্মাদ ক্লাসিনকোভ দিতে চায়নি । যুবায়র মীর আমায় বলেছেন যে, তাদের সাথী সুলতান মুহাম্মাদ ১৯৮৩ সালের মার্চে শহীদ হয় । শাহাদাতের পর সে তার ক্লাসিনকোভটি কোলে চেপে রাখে । রুশ সৈন্য এসে অস্ত্রটি হাত করার জন্য চেষ্টা করলো, কিন্তু শহীদ দুশমনদের হাতে সেটি দিতে চায়নি । শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত লাল সেনারা তার হাত কেটে ক্লাসিনকোভটা নিয়ে গেলো ।

মুহাম্মাদ শিরীন বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ইসমাইল এবং গোলাম হযরত শাহাদাতের পরও অস্ত্র দিতে রাজি হয়নি ।

১০) মাওলানা আরসালান বলেছেন যে, বিমানের গোলার আঘাতে শহীদ হলো নেককার তালেবে ইলম আব্দুল জলীল । আসরের সময় জানাজার পর তাকে তার বাড়িতে পাঠানো হলে মুজাহিদরা সকাল পর্যন্ত তার লাশের সাথে ছিলেন । আব্দুল জলীল চোখ মেলে চেয়ে হাসছিলো । এমন অবস্থা দেখে মুজাহিদরা আরসালানের কাছে এসে বলছিলেন ঃ আব্দুল জলীল মারা যায়নি । আরসালান বললেন ঃ অবশ্যই সে শহীদ হয়ে গেছে । মুজাহিদরা বললেন ঃ তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তাকে দাফন করা জায়েয হবে না । প্রয়োজনে পুনরায় তার জানাযা পড়তে হবে । আরসালান বললেন ঃ সে গতকালই শহীদ হয়েছে । আর এটা তার কারামত ।

১১) মৌলবী আব্দুল করীম বলেছেন ঃ প্রায় বারো'শ শহীদ আমি দেখেছি । এদের একজনের লাশেও কোন পরিবর্তন হয়নি বা কারো লাশকেই কুকুরেরা স্পর্শ করেনি । যদিও আফগানিস্তানের পাহাড়ী কুত্তাগুলি কমিউনিষ্টদের লাশ খায় ।

ফতহুল্লাহ বলেছেন ঃ হাকিম খান নামক আমার নেতৃত্বাধীন একজন মুজাহিদ আমাকে বললো ঃ তামিজ খান নামের একজন মুজাহিদকে আমরা সাত মাস পর কবর থেকে উঠালাম । লাশে কোনরুপ পরিবর্তন নেই; আর প্রবাহমান রক্ত সুবাস ছড়াচ্ছে ।

জাদরান পাকতিয়ার জালালুদ্দিন বলেছেন ঃ কোন শহীদকেই আমি কুকুরে খেতে দেখিনি । গোলাপ নামের এক শহীদকে আমি দেখেছি । পঁচিশ দিন তার লাশ ময়দানে পড়েছিল । আশেপাশে বহু কমিউনিষ্টের মড়া লাশ কুকুরে খেলেও তারা শহীদের লাশে মুখ লাগায়নি ।

১২) বুড়ো বাবা মার একমাত্র পুত্র আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে জিহাদে শরীক হয়েছিল । সোভিয়ত সৈন্যদের সাথে সম্মুখসমরে এই তরুনটি শহীদ হলে কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানী শহীদের অশীতিপর বৃদ্ধ পিতাকে খবর দিলেন । আসতে যেতে পাঁচ দিনের পথ অতিক্রম করে শহীদের বুড়ো থুত্তুরে পিতা একমাত্র সন্তানের কবরের পাশে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন । বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এই বৃদ্ধের দাবী হলো, তিনি তাঁর ছেলেকে দেখবেন । এছাড়া ছেলেটি তাঁর শাহাদাতের মর্যাদা পেল কিনা তা জানবেন । জয়ীফ বুড়োর আহাজারী আর করুণ আকুতির প্রেক্ষিতে কমান্ডার মাওলানা হাক্কানী শহীদের কবর খোঁড়ার অনুমতি দিলেন । দাফনের পাঁচদিন পর যখন কবর খোঁড়া হলো, জান্নাতি সুবাসের এক স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় তখন আশেপাশের মুজাহিদরা বিমোহিত হয়ে পড়লেন । প্রায় শতাব্দী প্রাচীন এই বুড়ো তাঁর নয়নমণির লাশ দেখে পাগলপ্রায় হয়ে চিৎকার করে উঠলো; বাবা তুই কি শহীদী মওত পেয়েছিস ? আমি আর তোর মা কি এখন শহীদের বাবা - মা ? নড়ে উঠলো শহীদের লাশ, মুখে উচ্চারিত হলো সালাম ঃ হ্যাঁ বাবা, আপনাদের ছেলে একজন শহীদ । কথাটি বলেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুসাফাহা করলেন শহীদ তাঁর দুঃখী পিতার সাথে । দীর্ঘ পনের মিনিট এভাবেই করমর্দনরত ছিলেন শহীদ পুত্র আর তাঁর পিতা । এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন বহুসংখ্যক মুজাহিদ । শহীদের পুত্রের কবর পুনরায় মাটি দিয়ে ঢেকে শান্ত মনে ফোরলেন বুড়ো । রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর তৃপ্তির প্রবাহ । হৃদয় জুড়ে স্বর্গীয় প্রশান্তির কোমল পরশ ।

সুতরাং আফগানিস্তানের জিহাদে স্বয়ং আল্লাহ পাক মদদ করেছেন এবং তালিবানদের জিহাদও ইসলাম সমর্থিত সেজন্য আফগান জিহাদ আল্লাহর একটি রহমত তাই তালিবানদেরকে কোনদিনই সন্ত্রাসবাদী বলা যায় না । তারা আল্লাহর পথের মুজাহিদ । আর মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ ইসলামের বীর সন্তান । সাহাবায়ে কেরামদের উত্তরসূরী ।

পাকিস্তানের পেশোয়ারে সেনা স্কুলে তালিবান হামলা কতটুকু যুক্তি সঙ্গত ?

পাকিস্তানের পেশোয়ারে তেহরিকে তালিবান দ্বারা হামলায় ১৩২ জন ছাত্র মারা গেছে ফলে মিডিয়ার সহযোগিতায় সারা বিশ্ব তোলপাড় হয়ে উঠেছে । সবাই তেহরিকে তালিবানদের উপর ক্ষুব্ধ । এখন দেখা যাক এই ক্ষুদ্ধ হওয়াটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত ? এখানে একটি কথা

বলব এই হামলা তালিবানরা করেনি করেছে পাকিস্তানের তেহরিকে তালিবান গোষ্ঠী । তালিবান আলাদা ও তেহরিকে তালিবান আলাদা । আফগান তালিবান হল মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের গোষ্ঠী আর তেহরিকে তালিবান হল বাইতুল্লাহ মেহমুদের সংগঠন ।

কিছুদিন আগে শুধুমাত্র 'জঙ্গি' সন্দেহে ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে আমেরিকা পাকিস্তান সরকারের সহযোগিতায় গ্রেফতার করে । ধর্ষনের পর ধর্ষন করে তাঁর গর্ভপাত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ৮৬ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে । অপরদিকে নাইজেরিয় সেনারা বোকো হারামের উপর হামলা করে ১১৮ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে । অথচ মিডিয়ার কোন প্রতিবাদ নেই এবং এই নিয়ে বিশ্বে কোন তোলপাড় নেই ।

২০০৬ সালে বাজাউর মাদ্রাসায় পাক সেনাদের অভিযানে ৮৬ জন শিশু ছাত্র মারা যায় এবং ২০০৭ সালে হাফসা মাদ্রাসায় পাক সেনাদের অভিযানে ১১৮ জন শিশু ছাত্রী মারা যায় । প্রত্যের ছাত্র - ছাত্রীই ছিল তেহরিকে তালিবান গোষ্ঠীর । মার্কিন সন্ত্রাসীদের ড্রোন হামলায় আলাওয়াকী (রহঃ) শহীদ হন । তাঁর ছেলেকেও এই ভূয়া যুক্তি খাড়া করে হত্যা করা হয় যে "সাপের ছেলে সাপই হয় ।" এই যুক্তি যদি মান্য করা হয় তাহলে বলুন পাকিস্তানের পেশোয়ারের সেনা স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্ররা কি সেনা হত না ? আর সেই ছাত্রদেরকে তো সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করার জন্যই তো প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছিলো ।

মিশরের ইসলামিক চিন্তাবিদ আইমান আল জাওয়াহিরী মার্কিন সন্ত্রাসবাদীদের কাছে মোস্ট ওয়ান্টেড (Most Wanted) সন্ত্রাসী । কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও শিশুরা কি

অপরাধ করেছিল ? কেন তাঁদেরকে হত্যা করা হল ? তখন এই মিডিয়া ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা কেন মার্কিন সন্ত্রাবাদীদের বিরুদ্ধে তোলপাড় করেনি । তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা দালাল বলে ? তখন এই ভুঁইফোড় বুদ্ধিজীবিদের উপচে পড়া মানবতা আমেরিকার কোন ফাইভ ষ্টার হোটেলে চরতে গিয়েছিল ? কিছুদিন আগেকার কথা । এই পাক সেনারাই তালিবান বিরোধী অভিযানে ১০ হাজার মানুষকে হত্যা করে । তাদের মধ্যে শিশু, নারী ও বৃদ্ধ । গত কয়েক বছরে পাক সেনারা অন্তত ৪০ হাজার শিশু, নারী ও বৃদ্ধ হত্যা করেছে । তালিবান মুজাহিদদের ১/২ বছরের সন্তান এমনকি গর্ভজাত সন্তানও ‘জঙ্গি’ আর পাক সেনাদের ২০/২৫ বছরের সন্তানরাও ‘শিশু’ ।

১৫ জুন ২০১৪ সাল পর্যন্ত তালিবান বিরোধী অভিযানে ১২৭০ জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন । এদের জন্য একটা মিছিলও বের হল না । একদিনের জন্য প্রতিবাদ সভারও আয়োজন করা হল না । শুধুমাত্র আমেরিকার কাছে ‘অধুনিক’ হওয়ার জন্য পেশোয়ারের স্কুলশিশু (অধিকাংশই ১৮ বছরের অধিক) দের জন্য মিছিল বার করা হল আর তালিবানদের মাদ্রাসায় (১১৮ জন শিশু ছাত্র + ৮৬ শিশুকন্যা = ১৯৬) জন শিশুর হত্যার জন্য, ড. আইমান আল জাওয়াহিরীর স্ত্রী ও সন্তানের খুনের জন্য, ড. আফিয়া সিদ্দিকীর জন্য, আলাওয়াকীর সন্তানের জন্য কোনরকম কোন মিছিল বার করা হল না, কোন প্রতিবাদ সভার আয়োজনও করা হল না । তাহলে কেন এই মুনাফিকী ? সেনা স্কুলের ছাত্রদের জন্য তাঁদের মানবতা আছে আর মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য তাদের মনে মানবতার কোন স্থান নেই ? এ কেমন মানবতা ? তাঁদের মানবতা কেবল মার্কিন সন্ত্রাসবাদী ও নৃশংস পাক সেনাদের জন্য আর মুসলমানদের জন্য তাঁদের অন্তরে কোন স্থান নেই ?

মিডিয়ার জালিয়াতী আর কি বলা যাবে ? তেহরিকে তালিবানদের প্রকাশ করা হামলাকারী ৬ জনের ছবি তারা দেখিয়েছে অথচ তাদের শেষ বিবৃতিটা প্রচার করছে না । ‘স্কুল এন্ড কখেড়’ ছিল সেটি । অথচ সেটি স্কুলের কথাই বলা হয়েছে । কলেজ শব্দটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে বাদ দেওয়া হয়েছে অপপ্রচারে জোর দেবার জন্য । হামলায় কয়েক ডজন সামরিক অফিসার, গোয়েন্দাবিভাগের অফিসার, ১ জন কর্নেল ও ২৪/২৫ বছর বয়সী ছাত্রদের । যারা প্রাণ হারিয়েছে তারা সকলেই খুনি পাক সেনাদের সন্তান । সেই হামলায় মারা গেছে মোট ২০০ জন কিন্তু মিডিয়া তেহরিকে তালিবানদের

বদনাম করার জন্য শুধু ১৩২ জনের নামই বলেছে । বাকিদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে ধামাচাপা দিয়ে দিয়েছে ।

তবে এই হামলার জন্য তেহরিকে তালিবান গোষ্ঠীও নিন্দা করেছে । তাদের দাবী যে তারা স্কুল - কলেজের ছাত্রদের হত্যা করতে যায়নি । তারা গিয়েছিল সেনা অফিসারদের হত্যা করার জন্য । ভুলবশত ছাত্ররা মারা গেছে । তারা বলেছে যদি শুধু শিশুদেরকেই হত্যা করার পরিকল্পনা তাদের থাকত তাহলে তারা বোমা মেরে পুরো স্কুল এন্ড কলেজটাকেই উড়িয়ে দিত । এই হামলার জন্য আফগান তালিবানরা নিন্দা করেছে । তবে এটা অবশ্যই যে স্কুল ছাত্রদের হত্যা করা মানবতা বিরোধী এটা যেমন সত্য ঠিক তেমনি আল জাওয়াহিরীর স্ত্রী সন্তানকে, হত্যা করেছে, আলাওয়াকীর সন্তানকে যারা হত্যা করেছে, ১৯৬ জন মাদ্রাসার ছাত্র - ছাত্রীকে যারা হত্যা করেছে সেটাও মানবতা বিরোধী ছিল । এইকথা যতদিন না এই মানবতার ধ্বজাধারীরা না বলবে ততদিন তালিবানদের উপর সমালোচনা তাদের কোন অধিকার নেই । আমার বক্তব্য হল, এইক্ষেত্রে তেহরিকে তালিবানরা যদি অপরাধী হয় তার থেকে শতগুন অপরাধী পাক সেনাহিনীরা ।

পরিশেষে আমি একটা কথাই বলব যে তেহরিকে তালিবানদের যে পরিমাণ শিশু হত্যা করা হয়েছে ও তাদের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি করা হয়েছে । যদি আপনার আমার এই অবস্থা হত তাহলে কি হত ? নিজেকে তালিবানদের স্থানে রেখে সমালোচনা করুন তাহলে আপনিই আসল রহস্য বুঝতে পারবেন ? কারণ আপনিই আপনার বিচারের জন্য যথেষ্ট । তালিবানদের স্থানে থাকলে পৃথিবীর যেকোন মানুষের অবস্থা এই রকমই হত । যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে একবার সভ্যতার ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করে দেখুন । তানাহয় তালিবানদের মতো নিজের অবস্থা করে দেখুন ।

সারা বিশ্ব পেশোয়ারে তেহরিকে তালিবানদের হামলার ব্যাপারে নিন্দা করেছেন তবে এই হামলা সম্পর্কে তেহরিকে তালিবানের অফিসিয়াল মুখপাত্র মুহাম্মাদ খুরসানী বলেছেন,

“বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

গতকাল সকালে তেহররিকে তালিবান পাকিস্তানের (TTP) ছয়জন ইস্তেহাদী সদস্য (ফিদায়ী) পাকিস্তানে পেশোয়ারে সামরিক বাহিনীর তত্বাবধানে পরিচালিত, কঠোর

সিকিউরিটি জোনে অবস্থিত একটি স্কুল এন্ড কলেজে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। (সেখানে কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখা হয়। তারা সেখানে উপস্থিত আর্মি অফিসার এবং তাদের যুবক ছেলেদের হত্যা করেন। এই যুবক ছেলেরাই ভবিষ্যতে তাদের পিতার পদে আসীন হয়ে পাকিস্তান সীমান্তবর্তী অসহায় গোত্র (FATA এলাকার) এবং সারা দেশজুড়ে পরিচালিত সেনা অভিযানে অংশ নিতো। এজন্যই তাদেরকে গড়ে তোলা হচ্ছিল।

ছবির ক্যাপসন ঃ আর্মি অফিসারদের আঠার এবং পঁচিশ বছরের সন্তানরা ‘মাসুম শিশু’.....!! কিন্তু সোয়াত ও ওয়াজিরিস্তানের মাসুম বাচ্চারা তবে সন্ত্রাসী কেন...??

এই ইস্তিহাদী হামলা (ফিদায়ী অপারেশন) পরিচালিত হয়েছে মুহতারাম খলীফা ওমর মনসুর হাফিযাহুল্লাহর অধীনে। তিনি তেহরিকে তালিবান পাকিস্তানের সামরিক শাখার দায়িত্বশীল এবং ‘হালকায়ে পেশোয়ার দাওরায় আদম খাইলে’র জিম্মাদার।

অভিযান চলাকালীন পুরো সময়টাই তিনি (খলীফা ওমর মনসুর) মুজাহিদদের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। অনবরত দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

এই হামলায় অংশগ্রহণ করেছে ছয়জন ‘ফিদায়ী’। এরা সবাই ছিলো এম. এস. জি. এর সদস্য। এটা তেহরিকে তালিবানের বিশেষ শাখা। এই শাখার সদস্যরা বিশেষ অপারেশনেই শুধু ব্যবহৃত হয়। একজন কর্নেল, গোয়েন্দা সংস্থার কয়েক ডজন অফিসার, দুইশরও বেশি সামরিক অফিসার এবং তাদের যুবক ছেলেরা নিহত হয়েছে।

ছবির ক্যাপসন ঃ এম. এস. জি. গ্রুপের জানবাজ বীরগণ, ইসলামের বীর সেনানী, তেহরিকে তালিবানের সামরিক শাখা এবং ‘হালকায়ে পেশোয়ার দাওরায় আদম খাইল’ পেশোয়ারের দায়িত্বশীল মুহতারাম খলীফা ওমর মনসুর (হাফিযাহুল্লাহ) ও তাদের সাথে আছেন।

পাকিস্তানের নাপাক সৈন্যরা বিগত ছয় বছর ধরে, পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী গোত্রগুলির উপর যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে কত নিরপরাধ অসহায় গরীব মুসলমান শহীদ করেছে তার হিসাব কি কেউ রেখেছে ?

'রাহে রাস্ত', 'রাহে নাজাত', 'শের দিন', 'খরবে আযান' ও 'খয়বর'-সহ আরো বিভিন্ন নামে যে অসংখ্য অভিযান চালানো হয়েছে, কত হাজার মুসলিমকে শহীদ এবং কত লাখ মুসলমানকে ঘরছাড়া করা হয়েছে তার হিসাব কি কেউ রেখেছে ?

ছবির ক্যাপসন ঃ হে নাপাক সৈন্যরা ! বলতো এই মাসুম শিশুদের কি অপরাধ ছিলো ? (প্রথম সারি) । এরা মাসুম হিসেবে পরিচিত হওয়ার যোগ্য নয় ? মিডিয়া কেন তাদের ক্ষেত্রে সরব হয়ে উঠে না ? (দ্বিতীয় সারি)

ছবির ক্যাপসন ঃ তেরো বছর ধরে চলে আসা পাক সেনাদের এই বর্বরতার পরেও কোনও মুসলমানের কি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা জায়েয হবে ? পাকিস্তানি সেনারা মুজাহিদদের বাপ - ভাইদের ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে শহীদ করে দেয় । এ অহরহই ঘটছে । তাদের মেরে ফেলার পর লাশগুলোও ফেরত দেয় না । অজ্ঞাত স্থানে ফেলে দেয় । চলতি বছরেই শুধু ছয়শরও বেশি নিরপরাধ মানুষকে গুপ্তভাবে শহীদ করেছে । গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর এই নারকীয়তার কেউ প্রতিরোধ করে না ।

ছবির ক্যাপসন ঃ শুধু এই বছরেই ছয়শরও বেশি নিরপরাধ মানুষ শহীদ হয়েছে । এসব ঘটেছে গোয়েন্দাসংস্থাগুলোর হাতে বন্দী থাকা অবস্থায় । এই মাযলুম শহীদদের অপরাধ কি ছিলো তা কি কেউ কোনও দিন জানার চেষ্টা করেছিলো ?

ছবির ক্যাপসন ঃ বেলুচিস্তান থেকে কাবায়ের পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজারের চেয়েও বেশি নিখোঁজ মানুষের স্বজনেরা আর কতদিন আহাজারি করে বেড়াবে ? এই স্বজনহারা মানুষদের ব্যাথা পাক জেনারেলরা তখনই বুঝবে, যখন তারাও স্বজনদেরকে হারাবে ।

তেহরিকে তালিবান পাকিস্তান বারবার পাক সরকার এবং গোয়েন্দা সংস্থাকে, এই ধরনের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ না চালাতে বলে এসেছে । সরকারকে নিখোঁজদের লাশ হস্তান্তর করতে বলেছে, কিন্তু কোনও পক্ষই এসব আবেদনে কান দেয়নি ।

সরকার এবং সেনাদের দ্বারা পরিচালিত পাশবিক হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই তেহরিকে তালিবান পাকিস্তান চুড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে । আমরা সামরিক বাহিনী পরিচালিত স্কুল এন্ড কলেজকে টার্গেট করেছি । আমার শুধু প্রাপ্ত বয়স্কদের ওপরই হামলা করেছি ।

তেহরিকে তালিবান পাকিস্তান এই অভিযানের মাধ্যমে, পাকিস্তান সরকার এবং সেনা কতৃপক্ষকে এই পয়গাম দিচ্ছে যে ঃ

(১) তালিবানদের বিরুদ্ধে অপারেশনের নাম দিয়ে FATA এলাকার মুসলিমদের সন্তান হত্যা করা এই মুহুর্তে বন্ধ করতে হবে ।

(২) গোপন এজেন্সিগুলোর হাতে বন্দী মুজাহিদদের নিপরাধ নিকট আত্মীয় - স্বজনদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করে তাদেরকে হত্যা করার প্রক্রিয়া এই মুহুর্তে বন্ধ করতে হবে ।

(৩) মুজাহিদদের পরিবারভূক্ত নারীরা যাদেরকে নিরাপত্তা বাহিনী বন্দী করে রেখেছে তাদেরকে এই মুহুর্তে ছেড়ে দিতে হবে । তা নাহলে তেহরিকে তালিবান পাকিস্তান পুরো দেশে আর্মি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর (পুলিশ) সাথে জড়িত প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণের লক্ষ্য বানাতে বাধ্য হবে ।

আমরা সাধারণ মুসলিম জনগণকেও এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তারা যদি আর্মি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রতিষ্ঠান থেকে অতি শীঘ্রই পৃথক হয়ে যান, নয়ত কোন ক্ষতি হলে এর জন্য আমরা দায়ী থাকব না ।

মুহাম্মাদ খুরসানী
অফিসিয়াল মুখপাত্র,
তেহরিকে তালিবান পাকিস্তান (TTP)

তেহরিকে তালিবানের মুখপাত্র মুহাম্মাদ খুরসানীর এই প্রতিবেদনটি পড়ুন আর চিন্তা করুন কি চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তারা পাকিস্তানের পেশোয়ারে সেনা স্কুল এন্ড কলেজে ফিদায়ী হামলা চালিয়েছে । তেহরিকে তালিবানের মুখপাত্র মুহাম্মাদ খুরসানীর এই প্রতিবেদনটি পড়ুন আর চিন্তা করুন কি চরম পরিস্থিতি সম্মুখীন হয়ে তারা পাকিস্তানের পেশোয়ারে সেনা স্কুল এন্ড কলেজে ফিদায়ী হামলা চালিয়েছে । পাকিস্তানের এই সেনা হায়েনারা কি পরিমান তেহরিকে তালিবানদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে । তাদের স্ত্রী, পুত্র, পিতা প্রভৃতিদের নৃশংসভাবে ও নারকীয়ভাবে গুপ্ত ভাবে হত্যা করেছে এমনকি তাদের আত্মীয়দেরকে হত্যা করার পর অজ্ঞাত স্থানে ফেলে

তেহরিকে তালিবানের মুখপাত্র মুহাম্মাদ খুরসানীর এই প্রতিবেদনটি পড়ুন আর চিন্তা করুন কি চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তারা পাকিস্তানের পেশোয়ারে সেনা স্কুল এন্ড কলেজে ফিদায়ী হামলা চালিয়েছে । তেহরিকে তালিবানের মুখপাত্র মুহাম্মাদ খুরসানীর এই প্রতিবেদনটি পড়ুন আর চিন্তা করুন কি চরম পরিস্থিতি সম্মুখীন হয়ে তারা পাকিস্তানের পেশোয়ারে সেনা স্কুল এন্ড কলেজে ফিদায়ী হামলা চালিয়েছে । পাকিস্তানের এই সেনা হায়েনারা কি পরিমান তেহরিকে তালিবানদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে । তাদের স্ত্রী, পুত্র, পিতা প্রভৃতিদের নৃশংসভাবে ও নারকীয়ভাবে গুপ্ত ভাবে হত্যা করেছে এমনকি তাদের আত্মীয়দেরকে হত্যা করার পর অজ্ঞাত স্থানে ফেলে দিয়েছে যাতে তেহরিকে তালিবান পন্থীরা তাঁদের মৃত আত্মীয় স্বজনদের অন্তিম লাশের মুখ পর্যনন্ত না দেখতে পায় । আর এই হত্যাকান্ড পাকিস্তানি সেনার দুই একটি করেনি লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের জীবন তারা ছিনিয়ে নিয়েছে । আর এই হত্যাকান্ড পাকিস্তানি সেনার দুই একটি করেনি লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের জীবন তারা ছিনিয়ে নিয়েছে । তাই এই চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তেহরিকে তালিবানরা পেশোয়ারে সেনাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের হত্যা করে জানিয়ে দিয়েছে যে আত্মীয় স্বজনের বিরহের ব্যাথা কিরকম হয় ? তেহরিকে তালিবানরা শুধু সেনাদের সন্তানদেরকেই হত্যা করেনি তারা সেই সঙ্গে কয়েক ডজন সেনা অফিসার, গোয়েন্দাবিভাগের অফিসার ও অন্যান্য কর্মীদেরকেও হত্যা করেছে । কিন্তু মিডিয়া শুধু মাত্র শিশুদের চিত্র দেখিয়ে সারা বিশ্বকে তেহরিকে তালিবানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে । আর এই বেইমান মিডিয়া ফিলিস্তিনে ইজরাইলের ইহুদীরা যে মুসলমান শিশুদের হত্যা করেছে তার চিত্র এমনভাবে দেখিয়েছে যেন এই শিশুদেরকে তেহরিকে তালিবানরাই মেরেছে । অথচ তেহরিকে তালিবানদের পেশোয়ারে হামলা করার আগেও এই একই চিত্র মিডিয়া আগেও দেখিয়েছে যে এই শিশুদেরকে ইজারাইলের ইহুদীরা নারকীয়ভাবে হত্যা করেছে । আর মৃত শিশুদের যে জুতোর চিত্র দেখিয়ে মিডিয়া বলছে যে এই জুতোগুলি পেশোয়ারে তালিবানদের হামলায় সেনা অফিসারদের মৃত শিশুদের জুতো অথচ এই বেইমান মিডিয়া আগেও এই জুতোর চিত্র দেখিয়ে বলেছে যে ইহুদীরা যে মুসলমানদের শিশুদের হত্যা করেছে সেই শিশুদের জুতো । তাহলে মিডিয়ার কথাই কিভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে ?

পরিশেষে আমি নিজে কোন রকম সিদ্ধান্ত পেশ না করে একটি কথাই বলব, তেহরিকে তালিবানদের সমালোচনা করার আগে একবার নিজেদেরকে তাদের স্থানে রেখে চিন্তা করুন যে আপনারা যদি তালিবানদের স্থানে হতেন তাহলে আপনাদের কি

প্রতিক্রিয়া হত ? মুখে আপনারা যাই বলুন নিঃসন্দেহে তেহরিকে তালিবানরা যা করেছে আপনারাও তাই করতেন ।

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে। (অফ লাইন)
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ? (অফ লাইন)
৩. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (অফ লাইন)
৪. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ। (অফ লাইন)
৫. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ।
(৮ রাকাআত তারাবীহর খণ্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ) (অন লাইন/অফ লাইন)
৬. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খণ্ডন। (অন লাইন)
৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয়। (অন লাইন)
৮. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান। (অন লাইন)
৯. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ? (প্রকাশিতব্য)
১০. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ। (প্রকাশিতব্য)
১১. আমরা সবাই মৌলবাদী। (প্রকাশিতব্য)
১২. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা। (অন লাইন)
১৩. আমরা সবাই তালিবান। (প্রকাশিতব্য)
১৪. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ? (প্রকাশিতব্য)
১৫. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী। (প্রকাশিতব্য)
১৬. মাসআলা আমীন বিল জেহের। (অন লাইন)
১৭. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন। (প্রকাশিতব্য)
১৯. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত। (প্রকাশিতব্য)
২০. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক। (প্রকাশিতব্য)
২১. আকিদা হায়াতুন নবী (সা:) (অন লাইন)
২২ বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অন লাইন)
২৩. আসুন সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে আমরা খতম করি। (অন লাইন)
২৪) আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ (অন লাইন)
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য)
২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অন লাইন)
২৮) তথাকথিত যুক্তিবাদী নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য)
২৯) নাস্তিকতাবাদীদের কফিনে শেষ পেরেক (প্রকাশিতব্য)

৩০) যুক্তিবাদীদের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য)
৩১) নাস্তিকের অপবাদ খন্ডন (প্রকাশিতব্য)
৩২) প্রবীর ঘোষকে ওপেন চ্যালেঞ্জ (অন লাইন)
৩৩) তসলিমা নাসরিনকে ওপেন চ্যালেঞ্জ (অন লাইন)
৩৪) নাস্তিক অভিজিৎ রায়ের অপবাদ খন্ডন (অন লাইন)

অনুদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]

২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]

৩. হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ [মূল হিন্দি লেখক ড. এইচ. এ. শ্রীবাস্তব] (অন লাইন)

৪. কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দি লেখক ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] (অন লাইন)

পুস্তক সংগ্রহের ঠিকানা

(১) লেখকের বাড়ির ঠিকানায় ।
(২) ওসমানিয়া বুক ডিপো, কোর্ট মসজিদ গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9232609605
(৩) জিয়া বুক ষ্টোর, জিয়াউল মাদ্রাসা গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
(৪) লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ ।
(৫) বিদ্যার্থী, লোকপুর, হাটতলা, বীরভূম ।
(৬) বাড়াবন (ডাঙ্গালপাড়া) মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নুরুল আবসারের নিকট । মোবাইল - +91 9679897029
(৭) আমিল হাফিয ওবাইদুল্লাহ সাহেব, বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9734201012
(৮) মুহাম্মাদ অশিক ইকবাল (আবু ফাহিম), ময়ূরেশ্বর, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 7501879668
(৯) রাকিবুল ইসলাম খান, হরিনাজোল, বীরভূম ।
(১০) মাওলানা নজরুল হক সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
মোবাইল - +91 7501879668
(১১) বক্তা হযরত মাওলানা আজাদুর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক দারুল উলুম পান্ডুয়া, হুগলী, মোবাইল - +91 9593589225
(১২) বক্তা হযরত মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক ঘুড়িসা মাদ্রাসা, মোবাইল - +91 9734281395
(১৩) মাওলানা সাউদ আলম, শিক্ষক বাগোলবাটী, ইলামবাজার মাদ্রাসা,
মোবাইল - +91 9933473560
(১৪) মুফতি নজরুল ইসলাম, ইমাম শিউড়ি পুলিশ লাইন মসজিদ ও সম্পাদক বানাত মিশন, শিউড়ি, মোবাইল - +91 9733054943
(১৫) আব্দুল মান্নান, ইলামবাজার, বীরভূম,
মোবাইল - +91 9153120353
(১৬) বক্তা বদরুল আলম, শিক্ষক মাদ্রাসা জলিলিয়া, মুর্শিদাবাদ ।
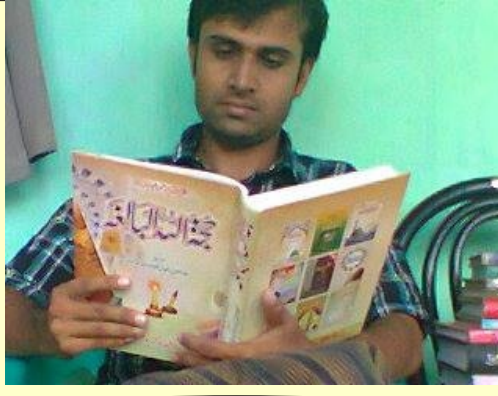
লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জন্ম ঃ ১০ জানুয়ারী ১৯৮৮ । বীরভূম, শালজোড়, (পশ্চিমবঙ্গ)
শিক্ষা ঃ গ্রামের প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী/ ১৯৯২-১৯৯৭) । পরে লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (২০০৮) । এরপর দুমকার সিধু মানহু মুর্মূ ইউনিভার্সিটি থেকে ভূগোলে অনার্সসহ গ্রাজুয়েশন । এরপর হরিয়ানার মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভর্সিটি থেকে বি. এড., (২০১২/২০১৩) ।

শখ ঃ ইসলামিক বিষয়বস্তু, বর্তমান পরিস্থিতি, বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা এবং ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মের উপর পড়াশুনা করা ।